NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ইচামাটির রোদনভরা আর এক বসন্তে বাস্তুহারা বাঙ্গালির হাহাকার

সিঙ্গুরে শ্বশুর ও শ্যালিকাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার জামাই ৫

কলকাতা ১০ এপ্রিল ২০২৪ ২৭ চৈত্র ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ২৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.4.2024, Vol.17, Issue No. 298, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

রাজ্য বিধানসভার পিএসি-র নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন সুমন কাঞ্জিলাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য বিধানসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির নতুন চেয়ারম্যান হচ্ছেন সুমন কাঞ্জিলাল । এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কোনও ঘোষণা না করা হলেও আলিপুরদুয়ারের এই বিধায়কই নতুন পিএসি মেয়ারম্যান হচ্ছেন বলে বিধানসভা সূত্রের খবর। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনওপক্ষের তরফে এই খবরে সিলমোহর দেওয়া হয়নি। জানা গিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ থেকে প্রার্থী হয়েছেন কৃষ্ণ কল্যাণী । এই অবস্থায় কয়েকদিন আগেই তিনি রাজ্য বিধানসভায় এসে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে যান। এক্ষেত্রে তিনি যেমন বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন, একই সঙ্গে তিনি ছেড়েছেন পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও । এবার সেই দায়িত্বই হস্তান্তর করা হল আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালকে। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফ থেকে এই গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি বিধায়ককে। যদিও ইতিমধ্যেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়েছেন তিনি। তবে রাজ্য বিধানসভায় খাতায় কলমে এখনও তাঁর পরিচয় তিনি বিজেপি বিধায়কই এবার এই সুমন কাঞ্জিলালের হাতেই যাচ্ছে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির দায়িত্ব। প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকেই এই পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি নিয়ে বারবার বিতর্ক তৈরি হয়েছে। প্রথমে বিজেপির বিরোধিতা সত্ত্বেও কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুল রায়কে পিএসি কমিটির দায়িত্ব দেন অধ্যক্ষ। পরবর্তীতে মুকুলের শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই পদ ছেড়ে দিলে সেই দায়িত্ব দেওয়া হয় বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণীকে। যদিও সুমন নিজে জানিয়েছেন, তিনি এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানেন না। যদি অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে কোনও দায়িত্ব দেন তিনি নিজের যথাসাধ্যভাবে তা পালনের চেষ্টা করবেন । ২০২০ সালে বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন সাংবাদিক সুমন কাঞ্জিলাল। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে আলিপুরদুয়ার আসনে সুমন কাঞ্জিলালকে প্রার্থী করে বিজেপি তবে ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেই বিজেপি থেকে পদত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি।

নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা রামদেবের

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: পতঞ্জলির ‘বিভ্রান্তিকর’ বিজ্ঞাপনের জন্য গত সপ্তাহে সুপ্রিম কোর্টে হাজিরা দিয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চান যোগগুরু রামদেব। এবার আদালতের নির্দেশ মতো বিস্তারিত হলফনামা দিয়ে জানালেন, এই ভুলের পুনরাবৃত্তি হবে না। যোগগুরু একা নন, পতঞ্জলির ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা রামদেবের সহযোগী আচার্য বালকৃষ্ণও শীর্ষ আদালতে হলফনামা দাখিল করে নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়েছেন।

কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলোর সঙ্গে বিজেপির যোগাযোগ রয়েছে

রাজ্যপালকে চিঠি লিখলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলিকে হাতিয়ার করে বিজেপি ভোটে জেতার চক্রান্ত করছে অভিযোগ জানিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে মঙ্গলবার চিঠি দিয়েছেন। সোমবার রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এইসব বিষয় নিয়ে অভিযোগ জানানোর পর এদিন লিখিত আকারে তা রাজ্যপালের কাছে পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে নির্বাচন কমিশনের কোন কোন কার্যকলাপে তৃণমূল আপত্তি তুলেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া আরো চারটি বিষয়ে রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

চিঠিতে বিজেপি এনআইএ, ইডি, সিবিআই এবং আয়কর দপ্তরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে বলেও অভিযোগ জানানো হয়েছে।

পাশাপাশি, ভূপতিনগরের ঘটনার আগে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির সঙ্গে এনআইএ শীর্ষ আধিকারিকের বৈঠক নিয়েও রাজ্যপালকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। দিল্লিতে দলের ১০ প্রতিনিধিকে ধরপাকড়ের বিষয়ও রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

এছাড়া মানবিকতার খাতিরে জলপাইগুড়ির ঘূর্ণিঝড় প্রভাবিত এলাকার মানুষের ঘর তৈরি করে দেওয়ার জন্য তহবিল মঞ্জুর করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাতে জরুরি তহবিল থেকে ঘূর্ণিঝড়ে প্রভাবিত মানুষদের স্বার্থে অর্থ প্রদান করতে পারে রাজ্যপালকে সে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ ছাড়াও, এনআইএ, ইডি, সিবিআই এবং আয়কর দপ্তরের ডিরেক্টরকে বদল, এনআইএর এসপি ধনরাম সিংকে অন্যত্র বদলির দাবিও তুলেছেন অভিষেক। একই সঙ্গে, কেন্দ্রীয় এজেন্সি ভোটের মুখে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে যাতে কোনও পদক্ষেপ করতে না পারে, তা-ও নিশ্চিত করার আবেদন জানিয়েছেন

অভিষেক চিঠিতে লিখেছেন, এই বিষয়গুলি সঠিক ভাবে পালিত না হলে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন না। তাই রাজ্যপাল যেন এ বিষয়ে যথোচিত পদক্ষেপ করেন।

সকাল থেকেই থানার বাইরে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান, যোগ দিল আপও

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: এজেন্সির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে দিল্লি পুলিশের কোপের মুখে পড়েছিল তৃণমূল। সোমবার রাতভর দিল্লির মন্দির মার্গ থানাতে আটক করে রাখা হয় তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে। শেষরাতে থানা থেকে তৃণমূল নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হলেও অবস্থান বিক্ষোভে অনড় রইলেন তাঁরা। মঙ্গলবার সকাল থেকে দেখা গেল থানার বাইরেই অবস্থানে বসেছে তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল। রাজধানীর মাটিতে তৃণমূলের এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে আম আদমি পার্টি। তৃণমূলের অবস্থানে যোগ দিয়েছে আপও। ৪ কেন্দ্রীয় এজেন্সির মাথাদের অপসারণ চেয়ে এদিন কমিশনের দ্বারস্থ হন ডেরেক-শান্তনু-দোলারা। সেখান থেকে বেরিয়ে ২৪ ঘণ্টার ধর্না কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন দোলা সেন। অবস্থানে বসার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হানা দেয় দিল্লি পুলিশ টেনে হিঁচড়ে তৃণমূল নেতাদের সেখান থেকে তুলে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় দিল্লির মন্দির মার্গ থানায়। অভিযোগ, প্রায় সারা রাত তৃণমূল নেতাদের আটক করে রাখা হয় থানাতেই। পরে ছেড়ে দেওয়া হলে থানার বাইরেই অবস্থানে বসেন দোলা সেন, শান্তনু সেন, ডেরেক ও’ব্রায়েন, সাগরিক ঘোষ, অর্পিতা ঘোষ সহ ১০ জনের প্রতিনিধি দল।

বঙ্গে ভোট পর্বের শেষ লগ্নে মোদি-শাহর মেগা কর্মসূচির সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট পর্বের একেবারে শেষ লগ্নে বিজেপির এমনই মেগা কর্মসূচির সাক্ষী থাকতে পারে কলকাতাবাসী। ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির প্রচার কর্মসূচিকে এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে যেতে এমনই কর্মসূচি থাকার সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর। আপাতত বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর, বিজেপির এই তালিকায় নজরে আসছে শহর কলকাতায় একই দিনে মোদি ও শাহের কর্মসূচির সম্ভাবনা। কারণ, আগামী ১ জুন সপ্তম দফায় বাংলার ৯টি আসনে ভোটগ্রহণ রয়েছে। তার আগেই এই মেগা কর্মসূচি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে।

বিজেপি সূত্রে খবর, ভোট পর্বের শেষ লগ্নে একইদিনে কলকাতায় আসতে পারেন নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহ। জানা যাচ্ছে, শ্যামবাজার থেকে সিঁথি মোড় পর্যন্ত রোড শো করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। উত্তর কলকাতা ও দমদম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় ও শীলভদ্র দত্তের সমর্থনেই হবে এই রোড শো। ওদিকে আবার একই দিনে দক্ষিণ কলকাতার হাজরায় সভা করার সম্ভাবনা রয়েছে শাহেরও। মূলত দক্ষিণ কলকাতা ও যাদবপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী রায়চৌধুরী ও অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমর্থনে ওই সভা করার সম্ভাবনা রয়েছে শাহর, সূত্র মারফত তেমনই জানা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, ভোট পর্বের অন্তিম দফায় বাংলায় একাধিক হাইভোল্টেজ আসনে ভোট রয়েছে। তালিকায় রয়েছে কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, যাদবপুর, দমদম, বারাসাত, বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবার, জয়নগর ও মথুরাপুর। পদ্ম শিবির সূত্রে খবর, বিজেপি চাইছে ভোট পর্বের অন্তিম লগ্নে গেরুয়া শিবিরের দুই তাবড় মহারথীর একই দিনে জোড়া কর্মসূচি রাখতে।

আসল ওএমআর শিটের হদিশ না পেলে বাতিল হতে পারে ২০১৪ সালের টেট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসল ওএমআর শিট চাই। না হলে প্রাথমিকের প্যানেল বাতিল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলবার বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার মন্তব্য, ‘আসল ওএমআর শিট শনাক্ত করা না গেলে আদালত বাধ্য হবে পুরো নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করে দিতে হবে।’ তাঁর নির্দেশ, ওএমআর শিটের আসল ডেটা খুঁজে বার করতে সিবিআইকে। ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট কোথায় রয়েছে তার হদিশ শুরু করুক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে তাদের অতিরিক্ত রিপোর্ট দিয়ে সংক্ষেপে স্পষ্ট করে জানাতে হবে নিয়োগে কী ভাবে, কোথায় দুর্নীতি হয়েছে। চলতি মাসের শেষ সোমবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। এদিন এই প্রসঙ্গে আদালতের পর্যবেক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞান বলছে ডেটা অর্থাৎ ডিজিটাইজড তথ্য সহজে নষ্ট হয় না। এমনকী, মুছে ফেললেও তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। বিচারপতি মান্থা আরও বলেন, ‘পৃথিবী থেকে মঙ্গলে গেলেও ডেটা পাওয়া সম্ভব। ওই ডেটা না পাওয়া গেলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করতে বাধ্য থাকবে আদালত।’

হুঁশিয়ারি হাইকোর্টের

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের টেটে কারচুপির অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের হয় কলকাতা হাইকোর্টে। রাহুল চক্রবর্তী-সহ কয়েক জন চাকরিপ্রার্থীর অভিযোগ, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বেআইনি ভাবে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। আর এখানেই বিচারপতি মান্থার পর্যবেক্ষণ, পর্ষদের দাবি সব ওএমআর শিট ডিজিটাইজড ডেটা হিসাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২০১৯ সালে হেমন্ত চক্রবর্তী নামে এক পরীক্ষার্থীকে ওএমআরের প্রতিলিপি দেওয়া হয়। অর্থাৎ, এর থেকে স্পষ্ট ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট রয়েছে। সুতরাং ওএমআর শিটের ডেটাও পাওয়া যেতে পারে। বিচারপতি জানান, ওই সব ডেটা বা তথ্য সিবিআইকে খুঁজে বের করতে হবে। হার্ডডিস্ক, অন্য কোনও সূত্র বা আবার প্রয়োজনে পর্ষদও অফিসেও যেতে পারবে সিবিআই। আর এই প্রসঙ্গেই বিচারপতির মন্তব্য, ‘পৃথিবী থেকে মঙ্গলে গেলেও ডেটা পাওয়া সম্ভব। ওই ডেটা না পাওয়া গেলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করতে বাধ্য থাকবে আদালত।’

এদিকে ২০১৪ সালের টেটের ওএমআর শিটের আসল বা হার্ডকপি নষ্ট করা হয়েছে বলে আদালতে জানায় পর্ষদ। তাদের বক্তব্য, ডিজিটাইজড ডেটা হিসাবে ওই সব তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সিবিআই জানায়, তদন্তে উঠে এসেছে ৩০৪ জনকে বেআইনি ভাবে নিয়োগ করা হয়েছে। চার্জশিট এবং অতিরিক্ত চার্জশিট ফাইল করা হয়। আরও তদন্ত চলছে। চূড়ান্ত চার্জশিট এখনও দেওয়া হয়নি।

প্রসঙ্গত, প্রাথমিকের ওএমআর শিট সংক্রান্ত মামলাগুলির শুনানি চলছিল হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে। তিনি ইস্তফা দেওয়ায় মামলাগুলি যায় বিচারপতি মান্থার এজলাসে। মঙ্গলবার বিচারপতি মান্থা জানান, এই মামলার সিবিআই-এর অনেক রিপোর্ট এজলাসে আসেনি। হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলকে ওই সব রিপোর্ট এজলাসে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

‘পাপ করেছে কংগ্রেস’, তোপ মোদির

লখনউ, ৯ এপ্রিল: লক্ষ্য যতই কঠিন হোক, ভারত যদি সংকল্পে দৃঢ় থাকে তাহলে সেই লক্ষ্যভেদ করতে পারবে। মঙ্গলবার যোগীরাজ্যে এসে পিলভিতে এক জনসভায় যোগ দিয়ে এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী। আগেও বার বার উন্নত ভারতের স্বপ্ন দেখিয়েছেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ফের সেকথাই বললেন তিনি। পাশাপাশি রামমন্দির ইস্যুতে বিঁধলেন কংগ্রেসকে। এই প্রথম পিলভিতে জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন মোদিকে বলতে শোনা যায়, ‘লক্ষ্য যতই কঠিন হোক, ভারত যদি একবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় তাহলে অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছবে। আজ এই অনুপ্রেরণা ও শক্তিকে কাজে লাগিয়েই আমরা উন্নত ভারত গড়তে কাজ করে চলেছি।’ পাশাপাশি কংগ্রেসকে এদিন তোপ দাগেন মোদি। তিনি বলেন, ‘কংগ্রেস তুষ্টির জলায় এতটাই নিমজ্জিত যে তা থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারছে না। কংগ্রেস যে ইস্তাহার তৈরি করেছে, তা কংগ্রেসের নয়, মুসলিম লিগের ইস্তেহার বলেই মনে হয়। কংগ্রেস হোক বা সমাজবাদী পার্টি, ওরা শুধুমাত্র তোষণের কারণেই সিএএ-র বিরোধিতা করছে।’

ভূপতিনগর থানার ওসিকে বড় নির্দেশ দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভূপতিনগর থানার ওসিকে মঙ্গলবার হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পুলিশ আধিকারিকের হাজিরার পর এবার বড় নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। মঙ্গলবার বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘ভূপতিনগর থানার ওসি আপাতত কোনও মামলার তদন্ত করতে পারবেন না। এমনকী মামলা প্রস্তুত করতেও পারবেন না। অন্য কোনও অফিসার তদন্ত করলেও আদালতের অনুমতি ছাড়া কোনও চার্জ সিট জমা দিতে পারবেন না। ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন না।’ এর পাশাপাশি আদালত এও জানতে চায়, কোন কোন মামলায় বিস্ফোরণের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও সেগুলি এনআইএ-কে জানানো হয়নি তাও। এই বিষয়ে আগামী সোমবার রিপোর্ট দিয়ে জানাতে হবে রাজ্যকে। রিপোর্টে আদালত অবমাননাকর মন্তব্য করার জন্য এদিন ক্ষমাও চান ওসি গোপাল পাঠক। এরপরই রাজ্যের আইনজীবীকে বিচারপতি এদিন এ প্রশ্নও করেন,পুলিশ অফিসার বলে তিনি যা খুশি তাই বলতে পারেন কি না তা নিয়েও। এরপরই রাজ্যের আইনজীবী জানান, ‘আমি ক্ষমা প্রার্থী, যা লেখা হয়েছে, অন্যায়।’ এই বিষয়ে মামলাকালীর আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার জানান, সোমবার রাতে ওসি নিজে বিজেপি পার্টি অফিসে গিয়ে বিধায়কের সামনে হুমকি দিয়ে আসেন এক মামলাকারীকে।

প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে ভগবানপুর বিজেপি বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাইতির সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ভূপতিনগর থানার ওসি গোপাল পাঠক। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সুবাস জানা নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আদালত। এরপরেই অভিযুক্তকে পাকড়াও করার জন্য তাঁর পিছনে ধাওয়া করেন ভূপতিনগর থানার ওসি গোপাল পাঠক। এদিকে পুলিশকে দেখে ওই ব্যক্তি সটান ভূপতিনগরের বিধায়কের কার্যালয়ে ঢুকে পড়েন। পিছনে ভূপতিনগর থানার ওসিও তাঁকে ধাওয়া করতে করতে গিয়ে বিধায়কের কার্যালয়ে ঢুকে যান। তারপরেই ভূপতিনগর থানার ওসির সঙ্গে ভগবানপুরের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ মাইতির তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে যায়। এমনকী, বিধায়কের কার্যালয়ের বাইরে চলে আসে সেই বচসা। প্রকাশ্য রাস্তায় উভয়কে বচসায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। এদিন সেই প্রসঙ্গও উঠে আসে আদালতে।

নির্বাচনে শাসক-বিরোধীর হাতিয়ার ডায়মন্ড হারবারের উন্নয়ন

শুভাশিস বিশ্বাস

১৯৫২-র প্রথম সাধারণ নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবার গিয়েছিল অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দখলে। ১৯৬৭ সাল থেকে ২০০৪ পর্যন্ত টানা ১২টি লোকসভা ভোটে সিপিএমের জেতার ট্র্যাডিশন ভাঙে ২০০৯ -এ তৎকালীন তৃণমূল নেতা প্রয়াত সোমেন মিত্রর হাতে। এরপর ২০১৪ এবং ২০১৯-এ এই লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে অভিষেককে ডায়মন্ড হারবারের বাসিন্দার দু-হাত ভরে আশীর্বাদ করলেও ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে সামনে এসেছে এক তথ্য।

লোকসভার তরফে পাওয়া তথ্য অনুসারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তার দশ বছরের সাংসদকালে এমপি ল্যাডের পাঁচ কোটি টাকা খরচই করতে পারেননি। এদিকে তৃণমূলের তরফে দাবি, ডায়মন্ড হারবার লোকসভাকে মডেল কেন্দ্র হিসেবে গোটা দেশের কাছে তুলে ধরতে সাম্প্রতিক অতীতে একাধিক প্রকল্প চালু করেছেন অভিষেক। প্রায় ২০ কোটি টাকা খরচ করে নদীর ধারের অঞ্চলের উন্নয়নের পাশাপাশি রাস্তা-ড্রেন সংস্কারের কাজ হচ্ছে। এরই পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার জেটি ঘাট থেকে শুরু করে এই এলাকা নতুন করে সাজানোর লক্ষ্যে পর্যটন দপ্তর ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো ব্যবহার করে এই কাজ হবে। যার ফলে ডায়মন্ড হারবার পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডের রাস্তা-ড্রেন সহ নাগরিক পরিষেবার একাধিক ক্ষেত্র নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। পুর এলাকার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ন’কোটি টাকা। অর্থাৎ, নির্বাচনের আগে ডায়মন্ড হারবারের উন্নয়ন নিয়ে শুরু হয়েছে শাসক আর বিরোধীর তরজা।

ডায়মন্ড হারবার লোকসভা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত। এই কেন্দ্রের অন্তর্গত বিধানসভা কেন্দ্রগুলি হল ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, সাতগাছিয়া, বিষ্ণুপুর, মহেশতলা, বজবজ, মেটিয়াবুরুজ। এই কেন্দ্রের জনসংখ্যা প্রায় ১৭ লক্ষ। এখানে হিন্দু, মুসলিম, তপসিলি জাতি এবং তপসিলি উপজাতির জনসংখ্যাই বেশি। লোকসভা কেন্দ্রের সিংহভাগ এলাকাই কৃষিপ্রধান।

বাম আমলে এক সময় ডায়মন্ড হারবারে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল বামেদের। ১৯৫২ সালের প্রথম লোকসভায় এই কেন্দ্র থেকে জেতেন অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমল বসু। ১৯৬২ সালে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলেও ১৯৬৭ সাল থেকে ফের ক্ষমতায় ফেরে বামেরা। ১৯৬৭ সালে জয়ী হন সিপিআইএম প্রার্থী জ্যোর্তিময় বসু। চুরাশিতে ফের ক্ষমতায় ফেরে কংগ্রেস। ১৯৮৯ সালে ফের পালাবদল। ক্ষমতায় সিপিআইএম। এরপর ২০০৪ সালে শেষবার ডায়মন্ড হারবারে জেতে বামেরা। সেবার প্রার্থী ছিলেন শমীক লাহিড়ী। ২০০৯ সালে প্রথম জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। সিপিএমের শমীক লাহিড়ীকে হারিয়ে জেতেন সোমেন্দ্রনাথ মিত্র।

এরপর ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সংসদীয় নির্বাচনে ৫,০৮, ৪৮১ ভোট পেয়ে নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সিপিআইএম প্রার্থী ডাঃ আব্দুল হাসনতকে ৭১,২৯৪ ভোটে পরাস্ত করে প্রথমবার সংসদে পা রাখেন অভিষেক। ডাঃ আব্দুল হাসনত পেয়েছিলেন ৪,৩৭,১৮৭ ভোট। আর তৃতীয় স্থানে থাকা বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ দাসের পকেটে আসে ২,০০,৮৫৮ ভোট। কংগ্রেস প্রার্থী মহম্মদ কামারুজ্জামান কামার পান ৬৩,০৪৭ ভোট। নোটায় ভোট পড়েছিল ১০,৬৫৭।

প্রসঙ্গত, ২০১৪-র লোকসভায় কনিষ্ঠতম সদস্য ছিলেন অভিষেক। এরপর ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারে ফের প্রার্থী করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এবারে গতবারের থেকে আবও বাড়ে ভোট। অভিষেকের পক্ষে ভোট পড়ে ৭,৯১,১২৭ টি। প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী নীলাঞ্জয় রায়ের থেকে ৩,২০,৫৯৪ ভোট বেশি পান অভিষেক। ২০১৯-এ মোদি ঝড় থাকলেও নীলাঞ্জন পেয়েছিলেন ৪,৭০,৫৩৩ ভোট। অস্তিত্ব রক্ষা কঠিন হয় বাম ও কংগ্রেস প্রার্থীর। সিপিআই(এম) প্রার্থী ফুয়াদ হালিম পান ৯৩,৯৪১ এবং কংগ্রেস প্রার্থী সৌম্য আইচের পক্ষে যায় ১৯,৮২৮ ভোট। শতাংশের বিচারে অভিষেকের পক্ষে ভোট পড়ে ৫৬.১৩, নীলাঞ্জন রায় পান ৩৩.৩৯, সিপিএমের ফুয়াদ হালিম পান ৬.৬৭ আর কংগ্রেসের সৌম্য আইচ রায় পান প্রায় ১.৪১ শতাংশ। এর থেকে স্পষ্ট অভিষেকের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়ে তুলতে পারেনি বিরোধীরা। এর রেশও পড়ছে ২০২৪-এ। প্রার্থী খুঁজে বের করতে কালঘাম ছুটছে বিরোধীদের। ২০১৯-এর পর ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও জয়ের ট্রেন্ড অব্যাহত তৃণমূলের। সাতটি বিধানসভা আসনই জেতে তৃণমূল।

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৮/০৪/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৫ নং এফিডেভিট বলে Ganesh Samanta S/o. Kushdhaba Samanta ও Ganesh Ch. Samanta S/o. K. Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৯/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৫১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sk Israil (old name) S/o. Sekh Sirajul Haque R/o. Salalpur, Gajinadaspur, Balagarh, Hooghly-712146, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sekh Israil Haque (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sk Israil ও Sekh Israil Haque & Sk Israil Haque S/o. Sekh Sirajul Haque উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Md. Sk Samim Sayed.

নাম-পদবী

গত ০৮/০৪/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৯৩৪ নং এফিডেভিট বলে Sekh Imam Ali ও Sekha Imam Ali S/o. Sekh Nur Mahammad সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি পাপিয়া মন্ডল @ পাপিয়া বৈদ্য আমার কন্যার জন্ম সার্টিফিকেটে নাম আর্শিয়া বৈদ্য পিতা- বুদ্ধদেব বৈদ্য আছে। ০১-০৪-২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নবদ্বীপ কোর্টে এফিডেভিটে আরাদ্ধা বৈদ্য হল।

সংশোধন

গত ইং ২৬/১১/২০২৩ তারিখে একদিন কাগজের ২ নং পাতায় প্রকাশিত এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং ৮৬/২০২২ ৩৯ নং লাইনে ভুলবশতঃ Khatian No. 388 হইয়াগিয়াছে যাহার পরিবর্তে সঠিক Khatian No-368 হইবে। অনিচ্ছাকৃত ভুলের ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১০ ই এপ্রিল, ২৭ শে চৈত্র, বুধবার। দুর্গা দ্বিতিয়া তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী কেতু মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : আজ কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পুজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা- বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যায় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : আজ পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোন্ট্রিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ।কর্মে কালো পথ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম।

(আজ চৈত্র বাসন্তী নবরাত্রি র দ্বিতীয়া তিথি।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম পরিবর্তন

আমি সৌমী মণ্ডল, স্বামী অভিজ্ঞান বেরা, ঠিকানা A111, Metropolitan Co-operative Housing Society, Canal South Road, Kolkata-700105, নোটারি পাবলিক/ ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট, আলিপুর কোর্ট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, Affidavit দ্বারা সৌমী বেরা নামে পরিচিত হলাম। Affidavit no 2190 dated 09.04.2024। সৌমী মণ্ডল এবং সৌমী বেরা একই ব্যক্তি।

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি, ESITA SANYAL, স্বামী PRIYATOSH DUTTA, ঠিকানা - ২০৯, গড়ফা মেন রোড, কৃতি অ্যাপার্টমেন্ট-২, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০৭৮, গত ২২.০২.২০২৪ তারিখে - ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, আলিপুর, কলকাতা এভিডেভিট বলে ESITA SANYAL ও ESITA SANYAL DUTTA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম পদবি পরিবর্তন

আমি, PRIYATOSH DUTTA, পিতা স্বর্গীয় SANTOSH KUMAR DUTTA, ঠিকানা - এফ/২৮, দমদম আই. এইচ. স্টেট ওল্ড গর্ভমেন্ট, কলকাতা-৭০০০৭৪ বর্তমানে ১৭/১৯, কে.পি. রায় লেন, ঢাকুরিয়া, পো: - গড়ফা , কলকাতা-৭০০০৩১, গত ১২.০৬.২০১৮ তারিখে ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, আলিপুর, দঃ ২৪ পরগনা এভিডেভিট বলে PRIYATOSH DUTTA ও PRIOTOSH DUTTA এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

জমি বিক্রয় ও রেকর্ড পত্তনের নোটিশ

এত দ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, গীতা নাগ ও অরুন্ধতী ভৌমিক@রুবি ভৌমিক গত ইংরাজী- ২৭/১২/২০১৭ তারিখে চুঁচুড়া সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে ০৬০৩০০৩৬৯/২০১৭, ০৬০৩০০৩৭০/২০১৭ ও ০৬০৩০০৩৭১/২০১৭ নং আমমোক্তার দলিল মূলে চন্দন দাস কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিলে, তাহার পর নিযুক্ত আমমোক্তার গীতা নাগ ও অরুন্ধতী ভৌমিক@রুবি ভৌমিক এর পক্ষে সহি স্বাক্ষর করিয়া গত ইংরাজী ১৩/০৩/২০২৪ তারিখ সোনারপুর সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১৬০৮২০২৪১০২২২৬/২০২৪ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমার মক্কেল ৯৯/৪ পূর্বাচল রোড নর্থ কলকাতা-৭৮ নিবাসী **অনুপম রায় মহাশয়কে** নিম্ন বর্ণিত জমি বিক্রয় করিয়াছেন। জেলা-দক্ষিন ২৪ পরগনা, থানা: সোনারপুর, মৌজা: উকিলা পাইক পাড়া, জে.এল নং ৫৬. ৮৯৭, ৩৫৮ নং খতিয়ান ভুক্ত আর.এস ২২৬০,২২৪৮ নং দাগের এল.আর. ২২৪৫,২২৩২ নং দাগের অংশ একত্রে ১১ শতক জমি । উক্ত জমি অনুপম রায় মহাশয় নিজ নামে রেকর্ড পত্তন করিবেন । ইহাতে কাহারো কোন দাবী দাওয়া বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি. এল. এ্যান্ড এল. আর. ও সোনারপুর অফিসে আসিয়া আপত্তি জানাইতে পারেন, অন্যথায় একতরফা শুনানী হইবে।

Avik Ghosh
Advocate
Baruipur Court, M-9875462413

NOTICE

TAKE NOTICE THAT Smt. Shakuntala Devi Gupta, residing at 16, Sailo Kumar Mukherjee Road, Pilkhana, P.O. and P.S. Howrah, Pin-711101 has sold the property more particularly described in the schedule mentioned hereunder written (hereinafter referred to as "the said property") to Mr. Sri Anil Kumar Gupta, who has applied to my/our client IDFC FIRST Bank Limited, Branch Office 37, Dr. Abani Dutta Road, Gaganachal Market, Salkia, Howrah, West Bengal-711101 to avail a Loan Against Property on the said property.

All PERSONS claiming any share, interest or right in the said property or any part thereof by way of sale, transfer, assignment, mortgage, charge, lease, license, lien, tenancy, trust, gift, easement, possession, inheritance or otherwise however are hereby required to make the same known to the undersigned in writing, within (7) Seven days from the date of publication of this notice, with all supporting documents, failing which mortgage over the said property shall be created without reference to all claims if any, and the same shall be deemed to waived/and or abandoned and will not be binding on my/our clients .

THE SCHDEDULE ABOVE REFERRED TO

ALL THAT Shop measuring an area of 481 Sq.ft., Super Built-up area, on the Ground Floor, of the multi storied building located at ALL THAT piece and parcel Land 4 Cottahs 5 Chittacks 3 Sq.ft, be the same a little more or less, lying and situated at Premises No. 16, Sailo Kumar Mukherjee Road, Ward No. 13 within the limits of Howrah Municipal Corporation, P.S. Golabari, ADSR & DSR Howrah, in the District of Howrah, PIN -711101, West Bengal.

Place: Kolkata
Dated this 05.04. 2024

Sushanta Majumdar
Advocate
M M Associates
Karnani Mansion, Room No. -528, 5th Floor, 27A, Park Street, Kolkata-700016

LEGAL NOTICE

My Client:- **Sri Biswajit Das,** Residing at- 19/5 Rabindra Sarani, Dum Dum Cantt. P.O- Rabindra Nagar, Kolkata- 70055.

This is to inform all concern/ general public/individual that my client intended to buy/purchase the landed property of **SRI GOPAL CHANDRA DAS**, **S/O of Sahadeb Das** which are morefully described in the Schedule below in accordance with the market price. If any body/ any concern/ any individual/ individuals/ banks have any objection in this respect what so ever and what so manner, then immediately informed me by **WRITING** immediately within 7 days from the publication of this **NOTICE.** After the expiry of the stipulated time limit it will be presumed that NONE have any objection in this Respect.

SCHEDULE OF THE PROPERTY

DIST-Hooghly, Block- Polba Dadpur, P.S- Polba, Mouza- Purusottam Bati, J.L. No. 70, Classification of Land- Suna, L.R and R.S Dag no. 547, L.R Kh no. 478, Measuring about- 1.21 acre. Land in the name of **Gopal Chandra Das**, S/O- Sahadeb Das of Sugandha Purba Para, Sugandha, Hooghly.

Amit Kumar Dutta
Date:09/04/2024 **Advocate**
Kalna Court, Purba Bardhaman

LEGAL NOTICE

My Client:- **Sri Biswajit Das,** Residing at- 19/5 Rabindra Sarani, Dum Dum Cantt. P.O- Rabindra Nagar, Kolkata- 70055.

This is to inform all concern/ general public/individual that my client intended to buy/purchase the landed property which are morefully specifically described in the Schedule below in accordance with the market price. If any body/any concern/any individual/ individuals/banks have any objection in this respect what so ever and what so manner, then immediately informed me by WRITING immediately within 7 days from the publication of this NOTICE. After the expiry of the stipulated time limit it will be presumed that NONE have any objection in this respect. The previous **VENDOR** of this Property is **CYNOSURE INDUSTRIES (PAN NO- AAQFC1325C)** represented by its partner **SAMPURNA GHOSH** and **SAMRAGGI GHOSH.**

SCHEDULE OF THE PROPERTY

DIST-Hooghly, Block- Polba Dadpur, P.S- Polba, Mouza- Purusottam Bati, J.L. No. 70, Classification of Land- Suna, L.R and R.S Dag no. 553, LR Kh no. 494, Measouring about- 0.69 acre and L.R Dag no.555, L.R Kh no.494 measuring about 0.12 acre. LR record is in the name of **Samir Das, S/O - Jitendra Nath Das** of Mahesh Pur,P.O- Sugandha, Hooghly.

Amit Kumar Dutta
Date:09/04/2024 **Advocate**
Kalna Court, Purba Bardhaman

LEGAL NOTICE

My Client:- **Sri Biswajit Das,** Residing at- 19/5 Rabindra Sarani, Dum Dum Cantt. P.O- Rabindra Nagar, Kolkata- 70055.

This is to inform all concern/ general public/individual that my client intended to buy/purchase the landed property which are morefully specifically described in the Schedule below in accordance with the market price. If any body/any concern/any individual/ individuals/banks have any objection in this respect what so ever and what so manner, then immediately informed me by WRITING immediately within 7 days from the publication of this NOTICE. After the expiry of the stipulated time limit it will be presumed that NONE have any objection in this respect. The previous **VENDOR** of this Property was **XENITIS INFOTEC (ELECTRONICS) PRIVATE LIMITED, Pan no. AAACX0494Q** and was represented by **Sri Santanu Ghosh.**

SCHEDULE OF THE PROPERTY

DIST-Hooghly, Block- Polba Dadpur, P.S- Polba, Mouza- Purusottam Bati, J.L. No. 70, Classification of Land- Suna, L.R and R.S Dag no. 553, L.R Kh no. 494, Measouring about- 0.69 acre and LR Dag no.555, L.R Kh no.494 measouring about 0.12 acre. LR record is in the name of **Samir Das, S/O - Jitendra Nath Das** of Mahesh Pur, P.O- Sugandha, Hooghly.

Amit Kumar Dutta
Date:09/04/2024 **Advocate**
Kalna Court, Purba Bardhaman

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তাপস দাস, পিতা- মৃত পবিত্র কুমার দাস, সাং- মাঝেরপাড়া, পোঃ- কৃষ্ণনগর, থানা কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১০১ গত ইংরাজী ১৯/০৩/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর. কৃষ্ণনগর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৪ নং বহির, ১৩০১-২০২৪ নং ভল্যুমের ৬৫৩-৬৭২ নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ ১৩০১০০০৩২/২০২৪ নং সাধারন আমমোক্তারনামা দলিলবলে জেলা নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ-এর অন্তর্গত ২৮ নং গদখালী মৌজাস্থিত আর.এস. ৩৭৯ ও ৭২৮, এল.আর ৭২৮ নং খতিয়ানে লিখিত আর.এস. ও এল.আর. ১/৫৬, ১/৫৭, ২০৮, ১/১৩৬৬, ১/১৩৮০, ১/১৪৩৫ নং দাগের ভূসম্পত্তি বাবদ (১) শ্রীমতী রীতা চ্যাটার্জী, পিতা- মৃত শঙ্করনাথ সান্যাল, স্বামী- মৃনাল চ্যাটার্জী, সাং- ১০৮ রাষ্ট্রগুরু এভিনিউ, পোঃ ও থান - দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা, পিন- ৭০০০২৮, (২) শ্রীমতী মিতা এ চৌধুরী, পিতা- মৃত শঙ্করনাথ, সান্যাল, স্বামী- অরুনাভ চৌধুরী, সাং , ফ্ল্যাট নং ৬০৮, সেক্টর ৫০, পোঃ ও থানা- নয়ডা, জেলা- গৌতম বুদ্ধ নগর, বাজ্য উত্তর প্রদেশ, পিন-২০১৩০১, (৩) শ্রী অদৃত সান্যাল, পিতা- মৃত অনুপম সান্যাল, (৪) শ্রীমত্যা অদিতি সান্যাল, স্বামী- মৃত অনুপম সান্যাল, উভয়ের সাং- ১৯৫/৩এ রাসবিহারী এভিনিউ, পোঃ ও থানা- বালিগঞ্জ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭০০০১৯ মহাশয়/ মহাশয়াগণের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন।

উক্ত সম্পত্তি আমার মক্কেল উক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে উপযুক্ত গ্রহীতা/ক্রেতা(গণ)-কে বিক্রয়/ হস্তান্তর করিবেন। উক্ত সম্পত্তি উপরিউক্ত আমমোক্তারনামা দলিলবলে বিক্রয়/হস্তান্তরের ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক মাসের মধ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারের ঠিকানায় লিখিত আকারে জানাইবেন।

Satyabrata Ghosh
Advocate
Sarat Sarani Bye Lane,
Bowbazar, Krishnanagar,
Nadia, 09-04-2024

জেলা-হুগলী
মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত।
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং. ৫৭/২০২৩।

দরখাস্তকারী ঃ- স্বরাজ কুমার মুস্তাফি
প্রতিপক্ষ ঃ- সমীর কুমার মুস্তাফি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে জেলা হুগলী, থানা চন্দননগর এর সামিল কলুপুকুর কুমোরপাড়া স্থায়ী নিবাসী রবীন্দ্রনাথ মুস্তাফি পিতা দ্বিজেন্দ্রগতি মুস্তাফি বিগত ইং ০২/০৫/২০২২ তারিখে বিনা উইলে পরলোক গমন করায় তাহার ত্যক্ত বিভিন্ন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত স্থাবর ফিক্সড ডিপোজিট সম্পত্তি পাইবার জন্য আমার মক্কেল স্বরাজ কুমার মুস্তাফি উক্ত আদালতে একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন। এই বিষয়ে কাহারও কিছু বক্তব্য থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া আপত্য দাখিল করিবেন, নতুবা আইনানুগ ভাবে আদেশ হইবে। ফিক্সড ডিপোজিট এর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

১) ব্যাঙ্ক অব বরোদা চন্দননগর শাখা, এম.ডি.টি.ডি আর/ ২০১৩/ বিবি ৯০০৯১৩ এ.সি. নং-০৩/ ৪০৫৮৯, মূল্য ১,৫০,০০০/-। D.O.P- 27.8.14, D.O.M-27.8.2023।

২) ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এক্ষণে পি.এন.বি. চন্দননগর লক্ষীগঞ্জ বাজার শাখা এফ ডি নং.-সি এস পি/২, ০২২৩৮০৭ এ.সি. নং.- ০১৫৩১০০৪৪। D.O.P-11.7.14 D.O.M - 11.7.23 ০৭৮৩, মূল্য ৫৩৫০০০/-।

৩) ইউ.বি.আই. এক্ষণে পি.এন.বি. খলিসানী বৌবাজার শাখা এফ.ডি. নং. সিএসপি/ ২, ০২২৯৭৫৩, এসি নং-০৭২৫১০০৫৮৮২৯৪, মূল্য ৪৬০০০০/-। D.O.P-29.4.15 D O M - 18.2.25।

৪) ইউ.বি.আই. এক্ষণে পি.এন.বি. খলিসানি বৌবাজার শাখা, এফ.ডি. নং. ই.আই.এইচ/ ২, ০৫৭১৬০, এসি নং.-০৭২৫১০০৫৩৪৫৫০, মূল্য ২০২৭৭৯.১৮। D.O.P- 31.10.19 D O M - 31.10.23।

৫) ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া-সি.আই.টি. নিউ রোড, কলি-১৪, এসি নং.-৪০০৬১০১০০১৪০৫৯ সঞ্চয় আমানত, মূল্য ৯৮৪৯৬.০২। as on 29.8.20।

৬) পি.এন.বি. খলিসানি চন্দননগর শাখা, এ.সি. নং.-০৭২৫০১০১০৬০৮৪ সঞ্চয় আমানত, মূল্য ৩৮৫৮২২.২১। as on 31.3.23।

৭) পি.এন.বি. লক্ষীগঞ্জ বাজার চন্দননগর শাখা, এ.সি. নং.- ০১৫৩০১০১৬০৭৮৪ সঞ্চয় আমানত, মূল্য ১৩৪১১৬.০৯। as on 16.3.23।

৮) ব্যাঙ্ক অব বরোদা চন্দননগর স্টেশন রোড শাখা, এসি নং-১০৪১০১০০০০৩২৭০ সঞ্চয় আমানত, মূল্য ৬১৫৪৫.৭১। as on 27.3.23।

সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
০২.০৪.২০২৪
চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট আদালত

অসিত কুমার ব্যানার্জী
উকিলবাবু

DECLARATION

I, **Susmita Dolai Dandapat** (Good Name), W/o Santu Dandapat, made an affidavit, being No-824, dt. 12/3/2024 at the Executive Magistrate Court regarding my names that:-

(a) Susmita Dolai, Susmita Dolui, Susmita Dolai Dandapat and **Jhuma Dolai** are same woman.

(b) My **Aadhaar card, vide no-764301797857**, the name of mine **"Jhuma Dolai ",** is wrong.

(c) Actual Date of Birth is 15/9/1997 and wrong Date of Birth 16/10/2003 as per Aadhaar.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন, সন্তোষ কুমার সিং, হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১, ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র

সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

মুখ্যসচিবের মেয়াদ বাড়াতে কেন্দ্রের কাছে আবেদন রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার মেয়াদ বাড়াতে কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানালো রাজ্য সরকার। বর্তমান মুখ্যসচিবের মেয়াদ তাই আরও ৬ মাস বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়ে রাজ্যের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচন চলাকালিনই অবসর নিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। আগামী ৩১ মে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এতে প্রশাসনিক কাজে সমস্যা হতে পারে। সেই কারণে, নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং মন্ত্রকে আইপিএস ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার মেয়াদ বাড়ানোর জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন চলাকালীন রাজ্যের যাবতীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকবে মুখ্যসচিবের উপর। এই অবস্থায় নির্বাচনের মাঝে নতুন মুখ্যসচিব হয়ে এলে সমস্যা হতে পারে। তাই রাজ্য সরকারের তরফে আবেদন করা হয়েছে, ভোটের কথা মাথায় রেখে বর্তমান মুখ্যসচিবের মেয়াদ আরও ছয় মাস বাড়িয়ে দেওয়া হোক। আবার ১ জুন কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, যাদবপুর, ডায়মন্ডহারবার, মথুরাপুর ও জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন রয়েছে। অর্থাৎ, ভগবতী প্রসাদ গোপালিকার অবসরের একদিন পরেই। ফলে, গুরুত্বপূর্ণ শেষ দফার নির্বাচনের আগে মুখ্যসচিব পদে রদবদল হলে সমস্যা হতে পারে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী অবসর নেওয়ার পর গত ৩১ ডিসেম্বর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা। কিন্তু, ৩১ মে তাঁর আইএএস হিসেবে চাকরি জীবনের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার মেয়াদ না-বাড়ালে, ওইদিনে অবসর নিতে হবে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যসচিবকে।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্বেচ্ছা অবসরের নিয়মে পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিবেদন: শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের স্বেচ্ছা অবসরের নিয়মে পরিবর্তন আসতে চলেছে। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ জানিয়েছে, এবার থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিতে গেলে সরাসরি পর্ষদে আবেদন করলে সেই আবেদন গ্রাহ্য হবে না। বরং আবেদন করতে হবে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের মাধ্যমে। এই নিয়ম কার্যকরী হবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষক-প্রধান শিক্ষকদের এবং শিক্ষাকর্মী সকলের ক্ষেত্রেই। ২০১৮ সালের আগে পর্যন্ত স্কুল শিক্ষা দপ্তরের কাছে এই আবেদন জমা পড়তো। কিন্তু পরে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নিয়োগকর্তা হওয়ায় সকলেই পর্ষদের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন।

সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির তলবে হাজিরা শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তলব শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়াকে। মঙ্গলবার সকালে তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে ইডি দপ্তরে ঢুকতে দেখা যায়। কেন হঠাৎ ইডি তাঁকে ডেকে পাঠাল? সাংবাদিকদের হর্ষ নেওটিয়া জানান, কোন বিষয়ে তলব করা হয়েছে, তা জানেন না। তলব পেয়ে দেখা করতে এসেছেন। তদন্তকারীদের সঙ্গে কথা বলার পরই তা বুঝতে পারবেন। কলকাতার শিল্পমহলে হর্ষ নেওটিয়া অতি পরিচিত নাম। নেওটিয়া গোষ্ঠী একাধিক ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তাদের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা। শাসক ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত নেওটিয়া গ্রুপ। আর সেই কারণেই কি এবার ইডির নজরে তার কর্ণধার? এই প্রশ্ন উঠছে। তবে ঠিক কী কারণে হর্ষ নেওটিয়াকে তলব করা হল, সে বিষয়ে জানেন না তিনি নিজেই। মঙ্গলবার সকাল ১০.১৫ নাগাদ হর্ষ নেওটিয়া পৌঁছে যান সিজিও কমপ্লেক্সে। কোনও নথি চাওয়া হয়েছে কি?

নতুন ব্যাঙ্গেল ফেস্টিভ্যাল নিয়ে এল সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস টানা চতুর্থ বছরের জন্য টিআরএর ব্র্যান্ড ট্রাস্ট রিপোর্ট ২০২৪-এ গহনা বিভাগে ভারতের দ্বিতীয় সর্বাধিক বিশ্বস্ত ব্র্যান্ড হিসেবে ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে নিয়ে এল নতুন ব্যাঙ্গেল ফেস্টিভালের সঙ্গে আরও বেশ কিছু নতুন অফার। যখন পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারত জুড়ে ১ বৈশাখ এবং অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব চলছে তখন এই শুভ মুহূর্তে সোনা কেনার এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতুতে বিনিয়োগ করার জন্য এক শুভ সময় বলেই মনে করে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস।

এর পাশাপাশি সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডসের তরফ থেকে এও জানানো হচ্ছে, গ্রাহকদের ৮ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে ১২ মে, ২০২৪ পর্যন্ত ডায়মন্ড জুয়েলারি এবং পোলকি জুয়েলারিতে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত এবং ডায়মন্ড ভ্যালু প্যান ভারতে ৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেওয়া হচ্ছে। এর পাশাপাশি গহনা বানানোতেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে ২৫ শতাংশ।

এই অফারের অংশ হিসাবে, গ্রাহকরা ২ হাজারেরও বেশি ডিজাইনের গহনা এবং প্রতিদিনের পোশাকে নতুন পণ্যগুলি যা ১৫০০০ থেকে ২ লাখের মধ্যে রয়েছে তা বেছে নিতে পারেন।

এই প্রসঙ্গে সেনকো গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডস-এর ডিরেক্টর ও হেড অফ মার্কেটিং অ্যান্ড ডিজাইন জয়িতা সেন জানান, 'আমরা আমাদের সম্মানিত গ্রাহকদের জন্য ব্যাঙ্গেল ফেস্টিভাল চালু করতে পেরে আনন্দিত এবং এই উপলক্ষকে চিহ্নিত করতে আমরা আমাদের নতুন ক্যাম্পেইন 'হায়ারলুমস অফ লিগ্যাসি-সেলিব্রেশন অফ মডার্নিটির সূচনা করেছি, যা আপনার বা প্রিয়জনের প্রতি প্রেমের প্রকাশ, জীবনের প্রতিটি পর্যায়কে অতিক্রম করার পাশাপাশি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালিত।'

বিগ এফএম আয়োজিত বিগ ইমপ্যাক্ট অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে একাধিক কলাকুশলী পুরস্কৃত হলেন। টেলি সিরিয়াল অভিনেত্রী সৌমতৃষা কুণ্ডু, এনা সাহা-সহ অনেকের হাতেই এদিন ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন অন্য কলাকুশলীরাও। *ছবি: অদিতি সাহা*

নির্বাচনে শাসক-বিরোধীর হাতিয়ার ডায়মন্ড হারবারের উন্নয়ন

প্রথম পাতার পর...

এদিকে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে অভিষেকের বিরুদ্ধে প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন অনেকেই। প্রথমে এই কেন্দ্র থেকে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকির লড়াই করার কথা শোনা গিয়েছিল। তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর হুঙ্কার ছাড়লেও শেষপর্যন্ত তাঁকে প্রার্থী করেনি আইএসএফ হাইকম্যান্ড। অন্যদিকে সিপিএমের তরুণ নেতা প্রতীক-উর রহমানকে প্রার্থী করেছে আলিমুদ্দিন। এদিকে আইএসএফ-এর তরফ থেকে প্রার্থী করা হয়েছে আইনজীবী মজনু লস্করকে। অন্যদিকে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, বিজেপির তরফে প্রার্থী হতে পারেন সাতগাছিয়ার প্রাক্তন বিধায়ক, তথা তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যাওয়া একদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছায়াসঙ্গী সোনালি গুহ। তা যদি সত্য হয়, তাহলে এই কেন্দ্রে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

বর্তমানে এই কেন্দ্রে তৃণমূলের দাপট থাকলেও বিজেপিও ক্ষমতা দখলে মরিয়া। এই লোকসভার নানা প্রান্তে আইএসএফ, বামেদেরও অল্প বিস্তর ক্ষমতা রয়েছে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে বিজেপির সংগঠন এই সাতটি বিধানসভার কোথাও তেমন মজবুত নয়। মাত্র কয়েকটি পকেটে বিজেপির অস্তিত্ব রয়েছে। বামেদের অবস্থাও তথৈবচ। ফলে অভিষেকের সম্ভাবনাই বেশি। এখানে বলে রাখা শ্রেয়, ২০১৯ সালে অভিষেক ৩ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি ভোটে। এবার সেই ব্যবধান ৪ লক্ষ করার টার্গেট নিয়েছেন তিনি। তবে সবটাই নির্ভর করছে জনতা জনার্দনের উপর।

বি.পি. পোদ্দার এবং পার্বতী দেবী আকাদেমি অফ নার্সিং কলেজের নতুন শিক্ষাবর্ষের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পালিত হল মঙ্গলবার। অনুষ্ঠানটি হয় দমদম গোরা বাজারের কলেজ ক্যাম্পাসে।

অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে সিসি ক্যামেরার নজরদারি

সিআইএসএফ ও রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করলেন হাইকোর্টের বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল থেকে বিজেপিতে ফিরেছেন অর্জুন সিং। বিজেপির ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের অভিযোগ ছিল ৮২টি সিসিটিভি ক্যামেরা তাঁর বাড়ির দিকে তাক করা রয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের বসানো এই ক্যামেরা দিয়ে তাঁর গতিবিধির ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। এতে তাঁর ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হচ্ছে বলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অর্জুন সিং।

সেই মামলার শুনানিতেই মঙ্গলবার রাজ্যের রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। একইসঙ্গে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর নির্দেশ, অর্জুন সিং-এর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ-কে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ নিয়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত রিপোর্ট দিতে হবে। এ নিয়ে রাজ্য যে দাবি করছে, সেটা নিয়েও রিপোর্ট দেওয়ার কথা বলা হয়েছে আদালতের তরফে। আগামী ২৪ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

আদালতে ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী দাবি করেন, তাঁর বাড়ির কাছে নজরদারি চালানোর জন্য পুলিশ চারপাশে নানা জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়েছে। যাতে বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গে কে বা কারা দেখা করতে আসছে তা জানা যায়। যা তাঁর ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে লঙ্ঘন করছে।

মঙ্গলবার সংশ্লিষ্ট মামলাটির শুনানিতে সরকার পক্ষের আইনজীবী জানান, ২০২১ সালে ওই সব ক্যামেরা বসানো হয়। ২০২২ সালে অর্জুন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। আবার এই ভোটের মুখে তিনি বিজেপিতে ফিরে এসেছেন। ওই এলাকায় যথেষ্ট অশান্তি গোলমালের উদাহরণ আছে। বিজেপিতে থাকাকালীন সমস্ত ক্যামেরা লাগানো হলেও তখন অর্জুন বাধা দেননি। যদি সেই দাবির বিরোধিতা করেছেন অর্জুনের আইনজীবী। দু'পক্ষের সওয়াল জবাব শেষে আগামী ২৪ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানিতে রাজ্যেকে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

মঙ্গলবার বিকেলে গারুলিয়া পুরসভার কাছে শীতলা মন্দিরে পুজো দেন ব্যারাকপুরের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। গারুলিয়া মেন রোড হয়ে উত্তর ডানবার রোড ধরে কাঙালি ঘাট। সেখান থেকে দক্ষিণ ডানবার রোড ধরে রামমারিয়া দুর্গা মন্দিরের কাছে তিনি প্রচার শেষ করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে বিজেপি প্রার্থীকে গলায় মালা পরিয়ে আশীর্বাদ করলেন স্থানীয় মহিলারা। মানুষের ভালোবাসা পেয়ে আপ্লুত বিজেপি প্রার্থীও। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'সিসি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারির বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করেছিলাম। সেই মামলার শুনানিতে এদিন বিচারক সিআইএসএফের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে কোন কোন ক্যামেরা অসুবিধা করছে। সিআইএসএফ রিপোর্ট জমা দিলেই আদালত সিদ্ধান্ত নেবে।' প্রসঙ্গত, সোমবার রাতে সন্দেশখালিতে পুলিশ ক্যাম্পে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন,' শেখ শাহজাহান, শিবু হাজরাদের জিম্মায় থাকা সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় খুব মজা লাগছিল। এবার সন্দেশখালিতে মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশই আক্রান্ত।'

সোমবার রাতে টিটাগড়ে এক দলীয় সভায় তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক বলেছেন, গত পাঁচ বছর ব্যারাকপুরে কিছুই হয়নি। শুধু গুন্ডারাজ কায়েম হয়েছে। এর জবাবে এদিন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, 'তাহলে তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগ করা উচিত। পার্থ ভৌমিকের নিজের পদত্যাগ করা উচিত। কারণ, ওই তো এতদিন ব্যারাকপুর চালিয়েছে।' এদিন ভোট প্রচারে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, গারুলিয়ার মণ্ডল সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ অন্যান্যরা।

'মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠাব... নির্বাচনের সঙ্গে বিচারের কী সম্পর্ক?'

রাজ্যের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মুখ্য সচিবের ভূমিকা নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। নির্বাচন শেষ হলে অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিকদের তদন্ত পক্রিয়ায় অনুমতির বিষয়টি নিয়ে রাজ্য সিদ্ধান্ত নেবে, মঙ্গলবার এজলাসে সরকারি আইনজীবী জানাতেই বিরক্তি চেপে রাখতে পারলেন না হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী। তাঁর প্রশ্ন, মুখ্যসচিবকে আদালত পর্যন্ত টেনে আনলে ভালো হবে? বিচারপতির ক্ষোভ, ভোটের জন্য কেন বিচার প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে?

এই মামলায় অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু নিয়ে অবস্থান জানাতে তৃতীয়বারের জন্য সময় বেঁধে দিল হাইকোর্ট। বলা হয়েছে আগামী ২৩ এপ্রিলের মধ্যে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে রাজ্যকে। নির্ধারিত দিনের মধ্যে রাজ্য যদি অবস্থান স্পষ্ট না করে সেক্ষেত্রে মুখ্যসচিবকে আদালত পর্যন্ত টেনে আনা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন বিচারপতি।

নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে অভিযুক্ত সরকারি আধিকারিকদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার আগে রাজ্যের অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু তিন বার সেই রিপোর্ট চেয়েও সদুত্তর মেলেনি। যার ফলেই তদন্তে এগোনো যাচ্ছে না বলে হাই কোর্টের দ্বারলথ হয় সিবিআই। সেই মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী মঙ্গলবার জানান, লোকসভা নির্বাচনের পর এই বিষয়ে নিজেদের অবস্থান জানাবে সরকার। এরপরই রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন বিচারপতি । বলেন, 'মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠাব? নির্বাচনের সঙ্গে বিচারের কী সম্পর্ক? পুলিশ কি এফআইআর নেওয়া বন্ধ করেছে? তদন্ত বন্ধ আছে?' পাশাপাশি বিচারপতি বলেন, 'মুখ্যসচিবের নিস্তব্ধতায় মনে প্রশ্ন উঠছে অভিযুক্তরা আসলে কতটা প্রভাবশালী। মুখ্যসচিবকে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। হয়তো তিনি কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের কাছে অপ্রিয় হবেন? কিন্তু তাঁর উপর অনেক বড় দায়িত্ব।'

এ বিষয়ে রাজ্যের সিদ্ধান্ত জানাতে ২৩ এপ্রিল মঙ্গলবার পর্যন্ত চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বলা হয়েছে, নির্দেশ পালিত না হলে সশরীরে বিপি গোপালিককে আদালতে হাজিরা দিতে হবে। প্রসঙ্গত, নিয়োগ মামলায় ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, অশোককুমার সাহা, সুবীরেশ ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষ, নীলাদ্রি ঘোষ এবং শান্তিপ্রসাদ সিন্হা হাই কোর্টে জামিনের আবেদন করেছেন। গত বুধবার শুনানি চলাকালীন এ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন বিচারপতিরা। অভিযোগ উঠেছে, চার্জ গঠন করে বিচার শুরু করা যাচ্ছে না রাজ্যের অসহযোগিতার জন্য। গত বুধবার এ বিষয়ে রাজ্যের রিপোর্ট তলব করেছিল হাইকোর্ট। তখন রাজ্যের আইনজীবী জানান, নির্বাচনের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন মুখ্যসচিব। দ্বিতীয় দফায় ৯ এপ্রিল রিপোর্ট তলব করে হাইকোর্ট। এবারও রিপোর্ট না পেয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দেওয়া হল হাই কোর্টের তরফে।

দুর্নীতি নিয়ে বেনামি চিঠির তদন্তের ভার গেল সিবিআইয়ের হাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পাহাড়েও নিয়োগে হয়েছে চরম দুর্নীতি। কিছুদিন আগে এই অভিযোগ নিয়েই একটি চিঠি পৌঁছয় সিআইডি-র হাতে। যেখানে উল্লেখ করা হয়েছিল একাধিক শাসকদলের নেতার নামও। মঙ্গলবার সেই বেনামি চিঠির প্রাথমিক অনুসন্ধানের ভার কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই-এর হাতে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিত বসু। আদালতের নির্দেশ, সিবিআই-এর সিট এই অনুসন্ধান করবে। প্রসঙ্গত, উল্লেখ্য, গোথা হাইস্কুলের শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা চলাকালীন সামনে আসে ওই চিঠি। সিআইডি-র হাতে আসে এক সরকারি আধিকারিকের চিঠি। খামে ভরে সেই চিঠি জমা দেওয়া হয় আদালতে। অভিযোগ ছিল, জিটিএ এলাকায় অর্থাৎ পাহাড়ে ৩২৩ জন শিক্ষকের নিয়োগে বেনিয়ম হয়েছে। সেই চিঠিতেই শাসকদলের নেতার নামও ছিল।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আদালতের পর্যবেক্ষণ এই চিঠিতে যে সমস্ত তথ্য রয়েছে, তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই সিবিআইকে তৎপরতার সঙ্গে অনুসন্ধান করতে হবে বলে উল্লেখ করেন বিচারপতি। একইসঙ্গে বিধাননগর উত্তর থানার আইসি-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেন তিনি এফআইআর নেননি সে বিষয়েও রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

এই মামলায় আগামী ২৫ এপ্রিল এ বিষয়ে আদালতে রিপোর্ট জমা দেবে সিবিআই। একইসঙ্গে জিটিএকেও ওই দিন রিপোর্ট দিতে হবে। জিটিএ-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পাহাড়ে যতজনের চাকরি পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে, তারা কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায়, কার অনুরোধে চাকরি পেয়েছে, তাঁদের যোগ্যতা কী আছে, তার তথ্য জিটিএ-কে হলফনামা আকারে জমা দেওয়ার। এরই পাশাপাশি বিচারপতি বসুর সংযোজন, তাঁর ধারণা পুলিশ কাউকে আড়াল করার চেষ্টা করছে।

ধর্ষণের অভিযোগ তুললেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ। কাঠগড়ায় দুই সিনিয়র ছাত্র। অভিযোগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সম্প্রতি তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী বিভাগীয় প্রধানের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা করেছেন। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে ধর্ষণ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র। আর এক ছাত্রের বিরুদ্ধে ধর্ষণে মদত দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্ততপক্ষে ১৫ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক হেনস্তা, র‌্যাগিং, আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার মতো একাধিক অভিযোগ এনেছেন ওই ছাত্রী।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, একাধিক অভিযোগপত্র জমা পড়েছে। অভিযোগপত্রগুলি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ছাত্রীর অভিযোগ, ২০২২ সালের নভেম্বরে অন্য বিভাগের এক ছাত্র তাঁকে ধর্ষণ করেন। ঘটনার সাক্ষী ও ঘটনায় অনুঘটকের কাজ করার অভিযোগ তুলেছেন আর এক ছাত্রের বিরুদ্ধে। ছাত্রী জানিয়েছেন, তিনি ওই দুই অভিযুক্তের সঙ্গে মদ্যপান করেছিলেন। অভিযোগ, নেশার সুযোগ নিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করেন একজন।

অপর অভিযুক্তের সঙ্গে ওই ছাত্রীর একসময় সম্পর্ক ছিল বলে জানিয়েছেন। অভিযোগ, সম্পর্কে থাকাকালীন ওই ছাত্র তাঁকে ধর্ষণ, শারীরিক অত্যাচার করে এবং আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেয়। মানসিক অত্যাচার ও র‌্যাগিং -এর অভিযোগ তুলেছেন নিজের বিভাগের দুই সিনিয়র ছাত্রীর বিরুদ্ধে। তাঁদের ব্যবহারের ফলে পড়াশোনায় নেতিবাচক প্রভাব পরে বলেও অভিযোগ ওই ছাত্রীর।

ইকবালপুরে ইফতারে এক খুদের সঙ্গে গল্প করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি: অদিতি সাহা

আর ২ মাসের মধ্যেই শিয়ালদহের সমস্ত লাইনে চলবে ১২ বগির ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কললকাতা: ৫ মিনিট অন্তর ট্রেন থাকলেও শিয়ালদহের লাইনে ট্রেনে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। বেশ কিছু জায়গায় প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য কম থাকায় সমস্ত ট্রেন ১২ বগিরও করা যায় না। তবে ক্রম বর্ধমান ভিড় সামলাতে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে সমস্ত ট্রেন ১২ বগি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। কাজও শুরু হয়েছে। রেল সূত্রে খবর সেই কাজ এখন শেষের পথে।

শিয়ালদহ স্টেশনের ৪ নং প্লাটফর্মের দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির কাজ প্রায় শেষের পথে। প্লাটফর্ম নম্বর ১, ২ ও ৩ বাড়ানোর কাজ চলছে। এপ্রিল মাসের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে খবর। তবে ওভারহেড তারের কাজ ও সিগন্যাল এবং ইয়ার্ড লে আউটের পরিবর্তনের জন্য নন ইন্টারলকিং ইত্যাদির কাজ শেষ হতে প্রায় মে মাস হয়ে যাবে। এর পর শিয়ালদহের ৫ নম্বর প্লাটফর্ম বাড়ানোর কাজ হবে। রেলের আশা, জুন মাসের মধ্যে শিয়ালদহ মেইন শাখার ১ থেকে ৫ নং পর্যন্ত সমস্ত প্ল্যাটফর্মই ১২ কোচের লোকাল চলাচলের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। ফলে লোকসভা ভোটের পর সব ট্রেন ১২ বগি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। প্রসঙ্গত, শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রায় সব ইএমইউ লোকাল এখন ১২ কোচের। কিন্তু শিয়ালদহ মেইন ও উত্তর শাখা অর্থাৎ শিয়ালদহ থেকে রানাঘাট, কৃষ্ণনগর এবং শিয়ালদহ থেকে বনগাঁ শাখার সব ট্রেনগুলি এখনও ১২ কোচের করা সম্ভব হয়নি। তার কারণ ছিল শিয়ালদহের ১ থেকে ৫ নম্বর প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য। প্ল্যাটফর্ম বড় করা হলেই ট্রেনের বগি বাড়ানো হবে।

ভোটের মুখে কলকাতা থেকে উদ্ধার নগদ ৩০ লাখ, ধৃত ৩

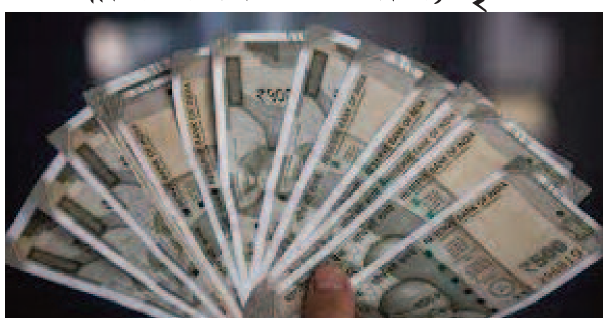

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের মুখে ফের উদ্ধার নগদ ৩০ লাখ টাকা। কলকাতার দু'টি জায়গা থেকে এই টাকা উদ্ধার করেছে লালবাজার। তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম রাজকুমার জাজু (৬২), রবীন্দ্র কুমার (২১) ও প্রেম কুমার (২৫)। জানা যাচ্ছে, এদিন জোড়াসাঁকো থানার পুলিশের একটি দল সেন্ট্রাল এভিনিউ চত্বরে রুটিং চেকিং চালাচ্ছিল। সেই সময়েই এই বিপুল পরিমাণ টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। মহম্মদ আলি পার্কের কাছে দুপুরের দিকে এক ব্যক্তির চালচলন দেখে সন্দেহ জাগে পুলিশের। তাকেজিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই কিছুটা থতমত খেয়ে যান ওই ব্যক্তি। এরপরই তল্লাশি চালাতে বেরিয়ে আসে নোট। সব মিলিয়ে ৫ লাখ ৩ হাজার টাকা পাওয়া যায় এই ব্যক্তির থেকে। কিন্তু কোথা থেকে এই বিপুল পরিমাণ টাকা এল, সে বিষয়ে কোনও সদুত্তর দিতে পারছিল না রাজকুমার। সন্তোষজনক কোনও উত্তর না পাওয়ায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাজেয়াপ্ত করা হয় উদ্ধার হওয়া টাকা। এর কিছুক্ষণ পরেই সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ চত্বর থেকেই আরও দু'জনের চলাফেরা দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। একটি লাল-কালো স্কুটিতে চেপে ঘোরাঘুরি করছিল রবীন্দ্র কুমার ও প্রেম সিং। তাদেরও থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। তাতে আসে আরও বড় সাফল্য। উদ্ধার হয় নগদ ২৫ লাখ টাকা। এই দুজনকেও সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে পুলিশ এবং বাজেয়াপ্ত করা হয় ওই ২৫ লাখ টাকা। সব মিলিয়ে দুই পৃথক ঘটনায় মোট ৩০ লাখের বেশি টাকা উদ্ধার করেছে জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ।

ক্লাস চলাকালীন ঘোরা যাবে না ক্যাম্পাসে, বিজ্ঞপ্তি রবীন্দ্র ভারতীতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিতর্ক। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ক্লাস চলাকালীন ঘোরা যাবে না ক্যাম্পাসের যেখানে-সেখানে। আর এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক থেকে পড়ুয়া সকলের প্রশ্ন, শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে এই রকম নিয়ন্ত্রণ কেন?

বহুকাল ধরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ও বরাবর মুক্ত চিন্তার কথা বলে এসেছে। সেখানে এই ধরনের এক 'ফতোয়া' জারি হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই দানা বেধেছে বিতর্ক। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, পঠন-পাঠনের সময় ছাত্র-ছাত্রীরা এ দিক-ও দিক ঘুরে বেড়াতে পারবেন না। একই নির্দেশ অধ্যাপকদের জন্যও। তাঁরাও এদিক-ওদিক যেতে পারবেন না।

এই ফতোয়া জারি হতেই পড়ুয়া থেকে অধ্যাপকদের তরফ থেকে যে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, তাহলে ক্যাম্পাসে ঘুরবেন কারা? জানতে চাওয়া হয়েছে, ঠিক কেন এমন বিজ্ঞপ্তি জারি করল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে এই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষর ব্যাখা পাওয়া যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য, অনেক ছাত্রই ক্লাসের সময় বাইরে ঘোরাঘুরি করে। তাই সেই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করতেই এহেন সিদ্ধান্ত।

শাহজাহানের বাড়ি সিল করেছে ইডি, কোথায় থাকবেন, সমস্যায় পরিবার

বাড়ি ফেরত চেয়ে আদালতে আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এক সময়ের দোর্দণ্ড প্রতাপ তণমূল নেতা শেখ শাহজাহান এখন হাজতে। শেখ শাহজাহান গ্রেপ্তার হতেই এখন সমস্যায় তার পরিবার। তদন্তের স্বার্থে শাহজাহানের বিলাসবহুল বাড়ি ইডি সিল করে রাখায় এখন ভিতরে ঢুকতে পারছেন না পরিবারের লোকজন। তাই বাড়ি ফিরে পেতে চেয়ে বসিরহাট আদালতের দ্বারস্থ শাহজাহান শেখ।

সড়বেড়িয়ার আকুঞ্জিপাড়াতে বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে শেখ শাহজাহানের। এই বাড়িতেই তল্লাশি চালাতে গিয়ে হামলার মুখ পড়তে হয় ইডি আধিকারিকদের। তারপর একাধিকবার আনাগোনা হয়েছে গোয়েন্দাদের। শাহজাহানের সেই বাড়িই আপাতত সিল করা হয়েছে। তবে বাজেয়াপ্ত করেনি ইডি। বা নিলামও করা হয়নি। (দিকে, বাড়ি সিল থাকায় ভিতরে ঢুকতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরা। মাথার ছাদ ফিরে পেতে চেয়ে সেই কারণেই আদালতের দ্বারস্থ শাহজাহান। বাড়িতে থাকতে চেয়ে চাবির দাবি করা হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, ইডি-কে প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে পারলে তবেই আপাতত থাকার অনুমতি মিলবে। অর্থাৎ ইডি-র সামনে পরিবারের সদস্যদের নথি দিয়ে প্রমাণ করতে হবে তারা শাহজাহানের পরিবারের সদস্য। তবেই আপাতত থাকার অনুমতি দিতে পারে ইডি। এ দিকে, জমি সংক্রান্ত মামলায় ইডি হেপাজতে বর্তমানে রয়েছেন শেখ শাহজাহান। তাঁকে জেরা করে নানা বিস্ফোরক তথ্য উদ্ধার করছেন গোয়েন্দারা।

বন্ধন ব্যাঙ্ক

Bandhan Bank Limited
CIN: L67190WB2014PLC204622
Registered Office:
DN 32, SEC–V, Salt Lake City, Kolkata-700091
Tel. (033) 66090909, Website: www.bandhanbank.com

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, বন্ধন ব্যাঙ্ক লিমিটেড ('ব্যাঙ্ক') এর **বাঘাযতীন** অবস্থিত শাখা, নীচে প্রদত্ত বিবরণ অনুসারে স্থানান্তরিত/পুনরাবস্থিত করা হবে এবং নতুন ভবন থেকে কার্যকারী হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে সংশ্লিষ্ট শাখার IFSCএবং MICR এর ক্ষেত্রে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটবে না।

ক্র. সং	শাখার নাম এবং বর্তমান ঠিকানা	শাখার নাম এবং সম্ভাব্য নতুন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা থেকে কার্যকারী হওয়ার প্রত্যাশিত তারিখ
1.	**বাঘাযতীন শাখা** শাখা কোড: 1406 B/7, বাঘাযতীন, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-700092	**বাঘাযতীন শাখা** শাখা কোড: 1406 গ্রাউণ্ড ফ্লোর, 62E/47A, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-700092	10 জুন, 2024

যে সকল গ্রাহক ব্যাঙ্কের উপরের উল্লেখিত বর্তমান শাখাতে সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা উপলব্ধ করেছেন, তাঁদের লকারগুলি খালি করার অথবা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, স্থানান্তরের তারিখের পূর্বে, সংশ্লিষ্ট শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। যদি কোন গ্রাহক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শাখার সঙ্গে যোগাযোগ না করেন, তাহলে সেফ ডিপোজিট লকারগুলিকে গ্রাহকের ঝুঁকি এবং দায়িত্বে, সেগুলিতে থাকা বিষয়বস্তু সমেত নতুন ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হবে, এবং ব্যাঙ্ক সেফ ডিপোজিট লকারের বিষয়বস্তুগুলির, যেকোনভাবে, যেমনই হোক না কেন, কোন প্রকার হানি অথবা ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে না।

সৃষ্ট অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

তারিখ: এপ্রিল 10, 2024
স্থান: বাঘাযতীন

অনুমোদিত আধিকারিক

সম্পাদকীয়

শিশুদের কাছে স্কুলগুলো কি ভাবে ইটভাটা বা কারখানার চেয়ে বেশি নিপীড়ক হয়ে গেল

আমাদের স্কুলগুলো কী ভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে কারখানায় বা ইটভাটার চাইতে বেশি নিপীড়ক, নিরানন্দ হয়ে গেল। অথচ, স্কুল বয়সই তো আনন্দময়। সমাজের এই গভীর অসুখের কথা আমরা আর খবরই রাখি না। যেন এ আমাদের নয়। এই সমাজ, এই শিক্ষা, রুজি রোজগার ব্যবস্থা তো আমাদেরই তৈরি। কী হবে এই শিশুদের তবে? আগে স্কুল-ঘরে জায়গা হত না বসার। এক বেঞ্চে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসা হত। এখন জায়গা এতই যে বসার কেউ নেই। আগে স্কুলের ছাউনি ভেঙে-ফেটে গেলে তা দিয়ে আকাশের মেঘেরা উঁকি দিয়ে যেত। দেখে যেত কী পড়া হচ্ছে। স্থানীয়রা ব্যবস্থা করে ছাদ সারাতেন। স্কুলের সুবিধে-অসুবিধে তাঁরাই দেখতেন। তখন স্কুল ছিল এলাকার মানুষের প্রিয়। তার পর সরকার স্কুলগুলোকে হাতে নিলে স্কুল হয়ে গেল সরকারের। এখন আর মানুষ আসতে পারে না। দূরে থাকতে হয়। তাই ভাবনাও নেই, কী পড়ে ছেলেমেয়েরা। আদৌ পড়ে কি না। তাই কেন শিক্ষক নেই, পড়ুয়া নেই, কেউ খবর রাখে না। সরকারও তো তাই চায়। কেউ যেন না ভাবে। বছর বছর ক্লাসে উঠছে, এমনি এমনিই পাশ করে যাচ্ছে। তাতেও হচ্ছে না? পাশের হার আরও বাড়িয়ে বছর বছর লাখে লাখে ছেলেমেয়ে স্কুল পেরিয়ে যাচ্ছে। কলেজও পেরিয়ে যাচ্ছে। প্রশ্ন হল, যারা নানা রকম কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা রোজগার করতে চায়, বা করতে বাধ্য হয়, স্কুল কি তাদের জন্য নয়? দুনিয়াটাকে বোঝা, আকাশের তারা চেনা, এদের জন্যেও কি নয়? এক বার আইটিআই প্রশিক্ষণের কথা শোনা গিয়েছিল। এখনও চলছে কি সেগুলো? না চললে, কেন বন্ধ হল? সামাজিক ভাবেও গরিবের লেখাপড়ার জন্য যে সব কাজ এত কাল হয়ে আসছে, সান্ধ্য-স্কুল চালানোর মতো, সে সবও আজকের অবস্থায় উৎসাহ পায় না। শৌখিন কাজ হয়ে পড়েছে সে সব, সামাজিক দায়বদ্ধতা নয়। রাষ্ট্র সব কেড়েকুড়ে নিল নিজে করবে বলে, আসলে কাজ কিছুই করল না। হাজারে হাজারে সরকারি স্কুল তাই পাততাড়ি গোটাচ্ছে। এখনও স্কুল যা আছে তা অনেকটা নামেই। শিক্ষক নেই, পড়ুয়া নেই, শিক্ষা নেই। সরকার বলবে আমরা তো খুলে রেখেছি, পড়ুয়া কোথায় যে পড়াব। তাই তুলে দিচ্ছি। কিন্তু প্রশ্ন হল, কোথায় উধাও হল পড়ুয়ারা? কেন মেছো ভেড়িতে, ইটভাটায়, ভিন রাজ্যের কারখানায় তারা আজ বাঁধা শ্রমিক? শৈশব কৈশোর সব হারিয়ে গেল ইটভাটায়, এই কি তবে উন্নয়ন! বাকি যারা পড়ে রইল স্কুল-কলেজে, তাদের জন্য রয়েছে ইউটিউবের টিউটোরিয়াল ভিডিয়ো। যার যেমন ক্ষমতা, পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে পরীক্ষা দেবে। যার যেমন ক্ষমতা, তেমন তেমন ডিগ্রি জোটাবে। নিয়োগকর্তারাও তো তাই বলেন; কী লাভ বছর বছর কলেজে সময় খুইয়ে? চলে এসো, জলদি অনলাইন ডিপ্লোমা করে। আর ক্লাসই যখন অনলাইন, তখন দরকার কী আর স্কুলের? পিছনে পড়ে রইল শুধু ইটভাটার কৈশোর।

আনন্দকথা

নরেন্দ্র উঠিয়া গেলেন।
সভামধ্যে কেদার, প্রাণকৃষ্ণ, মাস্টার ইত্যাদি অনেকে আছেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ — দেখ, নরেন্দ্র গাইতে, বাজাতে, পড়াশুনায় — সব তাতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্ক করছিল। কেদারের কথাগুলো কচকচ করে কেটে দিতে লাগল। (ঠাকুর ও সকলের হাস্য)
(মাস্টারের পরতি) — ইংরাজীতে কি কোন তর্কের বই আছে গা?
মাস্টার — আজ্ঞে হাঁ, ইংরেজীতে ন্যায়শাস্ত্র (Logic) আছে।
শ্রীরামকৃষ্ণ — আচ্ছা, কিরকম একটু বল দেখি।
মাস্টার এইবার মুশকিলে পড়িলেন। বলিলেন, একরকম আছে সাধারণ সিদ্ধান্ত থেকে বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। যেমন ঃ
সব মানুষ মরে যাবে,

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রফুল্লচন্দ্র সেন

১৮৯৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ প্রফুল্লচন্দ্র সেনের জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মণিশঙ্কর আয়ারের জন্মদিন।*
১৯৫২ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ নারায়ণ রানের জন্মদিন।*

ইচামাটির রোদনভরা আর এক বসন্তে দেশহারা বাস্তুহারা বাঙ্গালির হাহাকার

শান্তনু রায়

গ্রামের নামটি ইচামাটি। ভারত-বাংলাদেশ সীমানার কাছে মেঘালয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এক জনপদ। বিপুল সংখ্যক বাংলাভাষাভাষীর অধ্যুষিত অঞ্চল হয়ত ভালবাসা আবেগে কখনো নামটি ইছামতীও হয়ে গিয়ে থাকতে পারে। যাহোক সে প্রসঙ্গ ছেড়ে এ জনপদের বর্তমান রূঢ় বাস্তবে ফেরা যাক কারণ সেখানে জীবন এখন অস্থির অনিশ্চিত। সে অঞ্চল অতি সম্প্রতি আবার খবরের শিরোনামে এসেছে সেখানকার অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা যাপন নতুন করে বিপন্নতার কারণে। ওপারে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট। অধিবাসীদের মধ্যেও অধিকাংশ হিন্দু বাংলাভাষী-মূলত একদা শ্রীহট্টের লোক। ছোটখাটো ব্যবসা ও চাষবাস করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। অষ্টাদশ লোকসভার নির্বাচন হবে সারা দেশের সাথে মেঘালয়েও। নির্বাচনী আবহের মাঝে গত ২৭শে মার্চ এখানে মর্মান্তিকভাবে দু'টি তাজা প্রাণ চলে গেল যুথবদ্ধ হিংস্রতার বলি হয়ে,-না কোন নির্বাচনী সংঘর্ষে নয়। সম্প্রতি (গত ১১ই মার্চ) কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে সিএএ অর্থাৎ সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বলবৎ করেছেন-উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্য বাদ দিয়েই। অনেকেরই হয়ত স্মরণে আছে যে ২০১৯ এর ১১ই ডিসেম্বর নাগরিকত্ব আইনের এই সংশোধনীটি সংসদে পাশ হয়েছিল সংখ্যাধিক্যের ভোটে। প্রসঙ্গত নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন আগেও হয়েছে-তেমন বিরোধ বিক্ষোভ হয়নি। ২০১৯ এর সংশোধনের ফলেও কারও আগেকার অধিকার কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা নয়। তবুও আইনটি পাশের সাথে সাথে দেশের অনেক স্থানে, এই রাজ্যেরও কোথাও কোথাও, হিংসাত্মক বিক্ষোভ অবরোধ চলেছিল — মুমূর্ষু রুগী বহন করে নিয়ে যাওয়া এ্যাম্বুলেন্সকেও আটকে, বিনষ্ট করা হয়েছিল অনেক সরকারি সম্পত্তি-ট্রেন, বাসে অগ্নিসংযোগ ও পাথর ছুঁড়ে ভাঙচুর করে, ইচ্ছাকৃত প্রশাসনিক শৈথিল্যে। তেমনই আইন পাশ হওয়ার সাথে সাথে আসাম, ত্রিপুরা ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বাঙালি বিরোধী শক্তির মদতে বিক্ষোভ ও ধর্মঘট অবরোধের আগুন জ্বলেছিল, যদিও অবশিষ্ট ভারত থেকে ভিন্ন কারণে বসবাসকারী উদ্বাস্তু বাঙালির নাগরিকত্ব অর্জন কিঞ্চিৎ সহজ হলে স্থানীয় ভাষা সংস্কৃতি বিপন্ন হওয়ার কল্পিত আশঙ্কায়, আইনে ষষ্ঠ তফসিল অন্তর্ভুক্ত আসাম, ত্রিপুরার একাংশ ও মেঘালয়,অরুনাচল ইত্যাদি জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও বাদ যায়নি ইচামাটিও।

নিঃসন্দেহে দেশভাগের জন্য সবচেয়ে বেশি দাম দিয়েছে পঞ্জাব ও বাংলা। কিন্তু আরও নির্দিষ্ট করে বললে, দেশভাগের ফলে যদি কোন একটি জাতি সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সে হলো বাঙালি হিন্দু। তাদের অনেকেই কেবল ভৌগলিক অধিকার হারায়নি, হারিয়েছে সুস্থ যাপনের নিশ্চয়তা অস্তিত্বের নিরাপত্তা, একটু নিরাপদে বেঁচে থাকার জন্য যাযাবরের মত দেশ থেকে দেশান্তরে, বারংবার আস্তানা বদল করে যেতে হয়েছে তাদের। হয়ত ভূগোলের সাথে সাথে হারিয়েছে তাদের ইতিহাসও। তবু পূর্বপুরুষের ভিটেমাটি ও স্বজন হারিয়েও নতুন এক দেশে এসে তীব্র প্রতিকুলতাকে অতিক্রম করে আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রাণপণে সচেষ্ট হয়েছিলেন এঁরা, শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ অধুনা প্রয়াত ডঃ ত্রিগুণা সেনের ভাষায় এক 'ইমপেরিশেবল স্পিরিট'এ। ঠাঁইনাড়া হয়ে আসা বাঙ্গালিদের নতুন জনপদ গড়ে ওঠা ইচামাটিও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনীটি সংসদে পাশের পর হিংস্র বিক্ষোভের আঁচ লেগেছিল সেখানেও, যার রেশ আজও কাটেনি। গত চার পাঁচ বছর ধরে ইচামাটি স্থানীয় সংবাদপত্রে শিরোনাম হয়ে উঠেছে — বুকে অনেক যন্ত্রণার সাক্ষ্য বহন করে। এরপর দীর্ঘ চার বছরেরও বেশি সময় কেটে গেলেও বিধি প্রস্তুত না হওয়ার কারণে আইনটি এযাবৎকাল লাগু করা যায়নি। ফলত এই সংশোধনীর ফলে সমাজের যে অংশ কিঞ্চিৎ সুবিধা পেতে পারেন তাঁরা খুব উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছিলেন।

এর মাঝেই নতুন করে হিংস্রতার প্রকাশ ঘটল সেখানে। গত ১১ই মার্চ সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনটি বলবৎ করার ঘোষণা করার পর ২০২০ সালের মত না হলেও এবারেও শুরু হয়েছে বিরুদ্ধতায় বিক্ষোভ — দেশব্যাপী লোকসভা নির্বাচনের কর্মসূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা হয়ে যাওয়ায় তা হয়ত ব্যাপক হিংসাত্মক রূপ নেয়নি। তবু ইছামাটিতে গত ২৭ তারিখে এমন একটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে যেখানে সিএএ আইনের প্রতিবাদে, হিংস্র উপজাতীয় বিক্ষোভকারীরা পাথর দিয়ে থেঁতলে মেরে একজন বাঙালি সহ দু'জন অনুপজাতীয়ের মৃত্যু ঘটিয়েছে। সুজিত দত্ত ও ঈশান সিং নামে ওই দু'জন দৈনিক শ্রমজীবি সেদিন তাঁদের কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফেরার পথে শেষ বিকেলে ইচামাটি বাজারের কাছে আক্রান্ত হন ঐ হিংস্র জনতার দ্বারা। পরে একজনের মৃতদেহ পাওয়া যায় বাজারের একটু দূরে;নিহত সুজিত দত্তের দেহটি পাওয়া যায় স্থানীয় দালদা গ্রামের রাস্তার পাশে। এ ব্যাপারে ২৮ তারিখে শেল্লা থানায় নিহত সুজিত দত্ত ও ঈশান সিং র পরিবারের পক্ষ থেকে দু'টি পৃথক এফ আই আর দায়ের করা হয়। ঘটনার একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানও নাকি পাওয়া গেছে। নৃশংস এই ঘটনাটি স্থানীয় শিলং টাইমস এ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে প্রশাসনের শীর্ষমহলের মুখে কুলুপ আঁটা ছিল; শিলং টাইমস এর পক্ষ থেকে ফোনে চেষ্টা করেও ২৮ তারিখ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা কিংবা উপমুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রেস্টন টিনসং এর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নীরবতা ভেঙ্গে গত ৩১ আরিখে মুখ্যমন্ত্রী সিএএ বিরোধী আন্দোলনকারীদের হাতে এক বাঙালি ও এক হিন্দীভাষীর হত্যা প্রসঙ্গে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন শীঘ্রই দোষীদের গ্রেফতার করা হবে এবং যারাই দোষী হন না কেন পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। পরবর্তীতে পুলিশ প্রশাসন থেকে জানানো হয়েছে যে অপরাধীদের শনাক্ত করা গেছে এবং ইতিমধ্যে দু'জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে যারা সিএএ'র বিরুদ্ধে জঙ্গী বিক্ষোভের উদ্যোক্তা খাসি ছাত্র সংসদের সদস্য। স্বভাবতই গ্রেফতারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে খাসি ছাত্র সংসদ।

ইচামাটি বা ইছামতীর দুর্দিনের সূত্রপাত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন পাশ করার পর থেকেই। খাসি বা জনজাতি সমাজ কোন বাঙ্গালীকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ঘোর বিরোধী। খাসি ছাত্রসমাজ প্রথম থেকেই নজর রাখছিল ইচামাটির উপর। সেসময় সিএএ বিরোধী জনসভা করার অজুহাতে স্থানীয় বাঙ্গালিদের মারধোর করে — বেশ কিছু লোক হতাহত হয়, বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাত নিহতের মধ্যে প্রতিরোধে জনজাতিরও একজনের মৃত্যু হওয়ায় বেশ কিছু বাঙালিকে পুলিশ আটক করে— দীর্ঘদিন কারাবাসের পর আদালতের আদেশে মুক্তি হয় এই শর্তে যে সরকারি অনুমোদন অর্থাৎ ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে তাঁদের ব্যবসাবানিজ্য করতে হবে। কিন্তু আদালতের এই আদেশ সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসন ট্রেড লাইসেন্স দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় অনেকে ভাগ্যান্বেষণে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। ইচামাটি ছাড়াও ভোলাগঞ্জ, কালিমাটি, কালাতক গ্রামের বাংলাভাষী পুরুষেরা গ্রামছাড়া দীর্ঘদিন। বাকীরা এক চরম অনিশ্চয়তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। প্রশাসন নির্বিকার, খাসি ছাত্র সংগঠন ও সশস্ত্র জঙ্গীরা মহিলা ও শিশুদের নিয়মিত হুমকী দেওয়ার অভিযোগের প্রেক্ষিতে ২০২০'র অক্টোবরে জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন রিপোর্ট তলব করেছিল মেঘালয়ের ডিজিপি'র কাছে। তবে বাংলা ভাষাভাষীদের বিরুদ্ধে ওই বিক্ষোভ বিরোধিতা প্রমাণ করে যে সংশোধিত আইনটির সঠিক প্রয়োগে হতভাগ্য বাস্তুচ্যুত একাংশ বাঙ্গালির উপকার হতেও পারে। এই আবহে গত ১১ই মার্চ কেন্দ্রীয় সরকার সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বলবৎ করার ঘোষণা করার পর আবার নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় যার ফলশ্রুতি ২৭শে মার্চের ঘটনা। যদিও সরকারি ঘোষণায় স্পষ্ট বলা আছে সংশোধিত আইনের আওতায় আসবে না উত্তর পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকাগুলি। কিন্তু বাঙালি বিরোধী স্থানীয় দুষ্টশক্তি অপপ্রচারের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নিগ্রহ ও ঝামেলা বাধিয়ে বাঙালি বিতাড়নের পরিকল্পনা সফল করতে ১১ই মার্চের সরকারি ঘোষণার পর বাঙ্গালি বিরোধিতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে। ২৭শে মার্চের ওই ভয়াবহ ও মর্মান্তিক ঘটনায় নিহতদের দু'জনের অন্যতম দিন আনি দিন খাই জন শ্রমিক সুজিত দত্তের ভাই সুশীল মৃতদেহ শনাক্ত করে সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন— বিনাদোষে তাঁর দাদাকে হত্যা করা হলো এখন তাঁর শিশু সন্তানদের কে দায়িত্ব কে নেবে? তিনি জানিয়েছেন— বৌদি সন্তানসম্ভবা এবং দাদার শিশু সন্তানেরা এখনো তাদের বাবাকে খুজে বেড়াচ্ছে কারণ দাদার এই মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদ তিনি তাদেরকে জানাতে পারেননি।

ঘটনার প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে ও ন্যায়বিচারের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ দাবি করে মেঘালয়ের পূর্ব খাসি পার্বত্য জেলার শেল্লা ভোলাগঞ্জ ও সন্নিহিত এলাকার কোঅর্ডিনিশেন এণ্ড ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে এক দীর্ঘ প্রতিবাদপত্র পেশ করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমার কাছে। নিন্দা জানানো হয়েছে স্থানীয় বিজেপি ব্ধায়ক এবং রাজ্যের মন্ত্রী অ্যালহেক এবং রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকেও। মেঘালয় ভাষাগত সংখ্যালঘু উন্নয়ন পর্ষদের (এমএলএমডিএফ) পক্ষ থেকেও ঘটনার নিন্দা করে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ শ্রীমতী সুস্মিতা দেব ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলের কোন প্রতিক্রিয়া প্রাথমিকভাবে জানা যায়নি। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি টাইমস অফ ইণ্ডিয়া ও ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর মতো সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এ রাজ্যের বাংলা দৈনিকগুলিতে তেমন গুরুত্ব পায়নি হয়ত সিএএ বিরোধীদের অস্বস্তি এড়াতে। এমন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও আলোচনায় স্থান পায়নি অন্য বিবিধ বিষয়ে সদাব্যস্ত অতি 'সচেতন' রাজ্য রাজনীতির উতপ্ত পরিসরে-খেলা মেলা নির্বাচনে অত্যুৎসাহী সমাজ পরিসরেও, কিংবা অংশত বিকিয়ে যাওয়া বঙ্গীয় বৌদ্ধিক মহলেও— উল্লিখিত জনপদটি ভৌগলিক অবস্থানে মনিপুরের তুলনায় সন্দেশখালি কিংবা এ মহানগর থেকে অনেক দূরে না হলেও। দুর্ভাগ্য, 'বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন/এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান' এই প্রার্থনা যে রাজ্যের রাজ্য সংগীতে, এমন মর্মান্তিক নৃশংস হননের ঘটনার নিন্দায় সে ভূমের কোন বিশিষ্ট জনের সামান্যতম প্রতিক্রিয়া কোন শোকজ্ঞাপন নজরে এল না-কাঁদলো না প্রাণ মানুষগুলোর পরিবারের জন্য! বরং তাঁদের কেউ বা ঠাণ্ডাঘরে বসে অতীব চিন্তিত লোকসভার নির্বাচনের প্রাক্কালে সংশোধিত আইনটি বলবৎ করার ঘোষণায় কি ভীষন নাকি অন্যায় হয়ে গেলো! এ সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় শাসকদলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত কেউ বা কলম ধরেছেন শরনার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য এবং সে সংক্রান্ত ১৯৫১'র কনভেনশনের ঘোষণাপত্রের নির্যাস এড়িয়ে এই ন্যারেটিভ প্রতিষ্ঠা দিতে যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই পদক্ষেপ নাকি ভোটের বাক্সের দিকে লক্ষ্য রেখে 'লাস্টমিনিট সাজেশন' অনুসারে বিজেপির 'উগ্র দক্ষিণপন্থায় ফিরে আসা' যদিও ইতিহাস বলে ১২ বছর আগে এই এপ্রিলেই 'বামপন্থী' দাবিদার একটি দলের কোজিকোট সম্মেলনে এব্যাপারে কি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। আর ওদিকে ইচামাটির সুজিত দত্তদের মত নিরীহ 'নতুন ইহুদী'দের অসহায়ভাবে প্রাণ দিতে হবে যুথবদ্ধ হিংসার কাছে, না হয় প্রাণ বাঁচাতে একাধিকবার বাস্তুহারা হতে হবে জাতিগত জঙ্গীবাদের দাপটে। দূর্ভাগ্য আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলের অনেক রাজ্যে বাঙালিবিদ্বেষ ক্রমশ বাড়ছে। মেঘালয় সহ অবিভক্ত আসামের অনেক এলাকায় প্রশাসন, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিসরে একদা শিক্ষিত বাঙালিদের প্রভাব প্রাধান্য ছিল। এমনকী শিলং এর সাহিত্য সংস্কৃতিতেও। অথচ আজ সব ক্রমবিলীয়মান। ইচামাটিতে দীর্ঘকাল বসবাসকারীদের মত বাস্তুচ্যূত অসহায় মানুষগুলো পাছে নাগরিকত্বের অধিকার পেয়ে যায় তাই স্বার্থান্বেষী মহলের নিরন্তর প্রয়াস-সর্বত্র কোনঠাসা করে বাঙালি বিতাড়নের। তবুও হয়ত আত্মবিস্মৃত আধুনিক বাঙালি সমাজে এসব বিশেষ রেখাপাত করেনা। তখনই অনুভুত আক্ষেপের অব্যক্ত উচ্চারণ

'আমায় বোলো না গাহিতে বলো না। /একি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা'? হায় আত্মঘাতী বাঙ্গালি!

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

সিঙ্গুরে শ্বশুর ও শ্যালিকাকে খুনের অভিযোগে ধৃত জামাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, সিঙ্গুর: জামাইয়ের হাতে শ্বশুর ও শ্যালিকা খুনের অভিযোগ। হুগলির সিঙ্গুর থানার দলুইগাছা হোটেল ধারের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম বিনিতা সাউ (৩০) ও বিষ্ণু দয়াল সাউ (৬০)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সিঙ্গুর থানা পুলিশ। অভিযুক্ত জামাই পিণ্টু মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। কী কারণে খুন তা জানতে জামাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সিঙ্গুরের দলুইগাছা হোটেল ধারে বৈদ্যবাটি তারকেশ্বর রোডের পাশে বাড়িতে মঙ্গলবার সকালে মৃত্যু হয় বৃদ্ধ বিষ্ণু দয়াল সাউ ও তাঁর ছোটো মেয়ে বিনিতার। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। বিষ্ণু দয়ালের বড় মেয়ে ও জামাই ওই বাড়িতেই থাকেন। মঙ্গলবার সকালে বড় মেয়ে ডলি মণ্ডল তাঁর বোনের এক সহপাঠীকে ফোন করে খবর দেন। চন্দনপুরে বাড়ি ওই সহপাঠীর নাম প্রীতম দে।

প্রীতম নামে ওই যুবকের দাবি, 'দিদি ফোন করে বলে, তাড়াতাড়ি এসো।' বাড়িতে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে দেখতে পান প্রীতম। এরপর পুলিশ আসে। বিনিতার বন্ধুর দাবি, বাড়িতে অশান্তি হত। আপাতত সিঙ্গুর থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অভিযুক্ত জামাই পিণ্টু মণ্ডলকে। হুগলি গ্রামীণ পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন জানিয়েছেন, অভিযুক্ত জামাইকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ হেপাজতে নিয়ে তাঁকে আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পারিবারিক অশান্তির কারণে এই ঘটনা বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে।

জমিবিবাদে মৃত্যুতে উত্তেজনা, ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ-র‍্যাফ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মধ্যমগ্রাম: জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে পারিবারিক বিবাদে মৃত্যু ঘিরে সোমবার রাতে উত্তেজনা ছড়াল মধ্যমগ্রামের রোহোন্ডা পঞ্চায়েতের দিয়ারা গ্রামে। অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির বাড়ি ভাঙচুর করেছেন ক্ষুব্ধ মৃতের পরিবার এবং প্রতিবেশীরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামে উত্তেজনা তৈরী হওয়ায় রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ বিরাট পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাফ। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দেওয়ার পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শ নীলাঙ্গি বলেন, 'সম্পত্তি নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে মারপিটের ঘটনায় একজন জখম হয়েছিলেন। ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হয়েছিল। পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। পরে তিনি জামিন পেয়েছিলেন। সোমবার জখম ব্যক্তির মৃত্যুর পর খুনের ধারা যোগ হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

উল্লেখ্য, মধ্যমগ্রাম থানার অন্তর্গত রোহোন্ডা চন্ডীগড় পঞ্চায়েতের দিয়ারা এলাকায় দুই ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তিগত বিষয় নিয়ে অশান্তি ছিলই বলে অভিযোগ। গত ১ এপ্রিল সেই বিবাদ চরমে পৌঁছয়। অভিযোগ, মণিরুল আলি এবং ইয়ামিন আলি দু'জন মিলে মারধর করেন ইয়াদ আলিকে। বাঁশ, লাঠি দিয়ে মারধর করা হয় বলেই অভিযোগ। ইয়াদের মাথায় গুরুতর চোট লাগে। পরিবারের লোকজন আহত ইয়াদ আলিকে নিয়ে আসেন বারাসত হাসপাতালে। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে রেফার করা হয়।

সোমবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ইয়াদ আলির। ইয়াদের মৃত্যুর খবর জানার পরেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যান। মৃতের ক্ষুব্ধ পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীরা অভিযুক্ত দুই ব্যক্তির বাড়িতে চড়াও হন। বাড়ি ভাঙচুর করা হয় বলেও অভিযোগ। অভিযোগের পরেও কোন পদক্ষেপ না করার অভিযোগ তুলে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন মৃতের পরিবার এবং গ্রামের বাসিন্দারা।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রোহোন্ডা পঞ্চায়েতের দিয়ারা গ্রামে উত্তেজনা পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরে বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার স্পর্শ নীলঙ্গি সহ বিরাট পুলিশ বাহিনী এবং র‍্যাফ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মৃতের আত্মীয় লাল মহম্মদ খান বলেন, 'আমরা অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি পুলিশের কাছে।'

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অনুযায়ী]
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন বেঞ্চ)
অফিস : নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪, এজেসি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪)ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত
এবং
জিএফকে মোড প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U72900WB2004PTC099330
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি, রেজিস্টার্ড অফিস বি-১৪২, সার্ভে পার্ক (প্রেমিসেস নং ৮৪৭), কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৫ ভারত) সম্পর্কিত
...দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ১ মার্চ ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে "**হরিয়ানা রাজ্যে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, ৫, এসপ্লানেড রো পশ্চিম, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে বি-১৪২, সার্ভে পার্ক (প্রেমিসেস নং ৮৪৭), কলকাতা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৫, ভারত পাঠাতে হবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
জিএফকে মোড প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ১০.০৪.২০২৪ — নিখিল মাথুর
স্থান : কলকাতা — ডিরেক্টর
ডিন - ০৩৪৭৬৮৪৩
৫০৫, ১ম তল, অশোকা এনক্লেভ, এক্সটেন-III কনিষ্ক প্রেসিডেন্সি, সেক্টর - ৩৫, ফরিদাবাদ, হরিয়ানা - ১২১০০৩

SBI
সংশোধনী
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ অধীনে **ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস এবং একদিন পত্রিকায় ২৭.০৩.২০২৪ তারিখ সংস্করণে** প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে ই-নিলামের **তারিখ ১২.০৪.২০২৪, ঋণগ্রহীতার নাম : মেসার্স লতিকা সি ফুড প্রাইভেট লিমিটেড** অনিবার্য কারণ বশত প্রত্যাহার করা হয়েছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

এনআইএ গিয়েছে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে, সন্দেশখালির পুলিশ ক্যাম্পে হামলায় দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: 'এনআইএ গিয়েছে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। অ্যাসিড পড়েছে পোকামাকড়, ইঁদুর বেরচ্ছে।' সন্দেশখালিতে পুলিশ ক্যাম্পে হামলা প্রসঙ্গে বর্ধমানে দিলীপ ঘোষ এমনটাই মন্তব্য করেন। বর্ধমানের নাড়াগোহালিয়ায় মঙ্গলবার রক্ষাকালী মন্দিরে পুজো দিতে এসে বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সন্দেশখালিতে পুলিশ ক্যাম্পে হামলার প্রসঙ্গে বলেন, 'এনআইএ গিয়েছে সব ঠান্ডা হয়ে যাবে। অ্যাসিড পড়েছে পোকামাকড়, ইঁদুর, সাপ বেরচ্ছে, সব ঠান্ডা হবে। পশ্চিমবঙ্গকে দুর্নীতিমুক্ত ও দুষ্কৃতী মুক্ত করবে কেন্দ্রীয় সরকার।' তিনি আরও বলেন, 'ষড়যন্ত্র আছে বলে এনআইএ এসেছে। আর এটা কোনও ছোটখাটো ষড়যন্ত্র নয়, আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, সন্দেশখালিতেও তাই ভূপতিনগরেও তাই। এরকম জায়গায় জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে ঝাঁ হয়ে গিয়েছে সেগুলো রিপিয়ারিং চলছে।'

কলকাতার পর বিপজ্জনক বাড়ি, অবৈধ বহুতল নিয়ে প্রমাদ গুনছে আরামবাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: শহর কলকাতায় বেআইনি নির্মাণ নিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গার্ডেনরিচে এমনই এক বহুতল ভেঙে ১৩ জনের মৃত্যুর পর কাঠগড়ায় কলকাতা পুরসভা। তারপরও একাধিক ঘটনা ঘটায় নড়েচড়ে বসা শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা।

এই পরিস্থিতিতে হুগলির আরামবাগেও বেআইনিভাবে বহুতল নির্মাণের অভিযোগ উঠল। পাশাপাশি রয়েছে বিপজ্জনক বাড়িও। যেগুলো যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। অভিযোগ, কলকাতার ঘটনার পরেও উদাসীন স্থানী পুর-প্রশআসন।

আরামবাগ শহরের সবচেয়ে বিপজ্জনক বাড়ি হল গৌরহাটি মোড়ের ২৪ নম্বর রাজ্য সড়কের পাশের কোনার বিল্ডিং। যদিও এই বাড়িটি নিয়ে নাকি কোর্টে মামলা চলছে। পাশাপাশি আরও বেশ কয়েকটি বহুতল অবৈধ ভাবে নির্মিত হয়েছে বলে অভিযোগ উঠছে। প্রশ্ন উঠছে, বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে তার দায়ভার কে নেবে? কোনার বিল্ডিংটি যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। বাড়ির একাংশের ছাদ খসে পড়েছে। বারান্দার একাংশও ভেঙে গেছে। ঝুলে পড়েছে বারান্দার সিলিং। মনে হয় টোকা দিলেই গায়ের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। বিভিন্ন মানচিত্রের আকার নিয়েছে ইটের ওপর চুন-প্যালেস্তারা ঝরে পড়া দেওয়ালগুলো। তাই ওই বিপজ্জনক বাড়ির ভাড়াটিয়া থেকে পথচারী মানুষের জীবন নিজ দায়িত্বে! ওই ভাঙাচোরা বাড়িগুলোতে কী ভাবেই বা রাতে শান্তির ঘুম হয় বসবাসকারীদের! সেটাও আর এক আশ্চর্যের বিষয়। তারা অবশ্য বলছেন আতঙ্কে দিন কাটছে। এমনটাই জানাচ্ছেন কোনার বিল্ডিংয়ে বসবাসকারী অর্চনা দাস, মালা বোস ও ক্ষুদিরাম দাসেরা। মেঘ ও ঝড় হলেই চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠেন তাঁরা। অথচ প্রশাসনের লোকজন বেশ শান্তিতে ঘুমান। সাধারণ মানুষের মৃত্যু হলে কেবল একটা রিপোর্ট লিখে দিলেই হবে। প্লাস্টার ফেটে বুকের লোহার পাঁজর বের করা এই বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে রাস্তার দিক বদল করেন কোনও কোনও সাবধানী পথচারী। পাশাপাশি কীভাবে আরামবাগের বুকে বেআইনি ভাবে বহুতলগুলি গড়ে উঠছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই সমস্ত বহুতলগুলি কয়েক বছরের মধ্যেই ভেঙে পড়তে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহল। তাই সাধারণ মানুষের প্রাণ বাঁচাতে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তবু কেন এই সব বাড়ি ভাঙা হয় না? নানা সময়ে এর জন্য আর্থ-সামাজিক যুক্তি দেন পুর-কর্তারা। নোটিস দেওয়া হয়েছে বলেও দায় সারেন। কিন্তু বাস্তবে কোনও কাজ হয় না। দুয়ারে আরও একটা লোকসভা ভোট। বিভিন্ন সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে এই বিপজ্জনক বাড়িগুলো নিয়েও প্রশ্ন আরামবাগ নাগরিকদের মনে। প্রথমেই আঙুল ওঠে আরামবাগ পুরসভার উদাসীনতার দিকে। তার পর রয়েছে ভাড়াটে ও মালিকের চিরকালীন দ্বন্দ্ব ও বহুতল নির্মাণে কাটমানি। এই তিন কারণই মূলত বিপজ্জনক বাড়িগুলির সংস্কার করার ক্ষেত্রে এবং বহুতল ভাঙার সবচেয়ে বড় বাধা বলে মনে করা হয়। কী বলছে পুরসভা? আরামবাগ পুরসভার ইঞ্জিনিয়ার সৌমিত্র হালদার বলেন,'আরামবাগ গৌরাটিমোড়ের হনুমান মন্দিরের বিপরীতে গোপী কোনারের বাড়ি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। আমরা বহুবার নোটিস করেছি। ভাড়াটিয়া ও মালিকপক্ষের মধ্যে ঝগড়া চলছে। আর বেশ কয়েটি বহু তলের পাঁচতলার অনুমতি আছে। ছয় ও সাততলা বেআইনি ভাবে তৈরি হয়েছে। যেকোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। নোটিস করা হয়েছে। সময় মতো উত্তর না এলে অফিস কড়া পদক্ষেপ নেবে। আরামবাগ পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর ভান্ডারি বলেন, 'পুরসভায় ওনাদের ডাকা হচ্ছে। আইনত করা ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' অন্য দিকে, আরামবাগের বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'কোনার বিল্ডিং খুবই বিপজ্জনক। আরামবাগে বেশ কয়েকটি বহুতল অবৈধ ভাবে নির্মিত হয়েছে। সেগুলি ভাঙা প্রয়োজন। কিন্তু প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমরা প্রশাসনকে জানাবো। কোনও ঘটনা ঘটলে, পুরসভার চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব নিতে হবে।' সবমিলিয়ে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, বিপজ্জনক বাড়ি সংস্কারের জন্য একাধিক পুর আইন রয়েছে। এমনকী বিপজ্জনক বাড়ি ভেঙে ফেলে নতুন বাড়ি তৈরির সময় ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট সুযোগ-সুবিধাও দেওয়া হয়। কিন্তু তার পরেও ভাড়াটে এবং মালিকের মানসিকতা এবং আরামবাগ পুরসভার বিল্ডিং বিভাগের কর্তাদের একাংশের সক্রিয়তার অভাবে শহরের বিপজ্জনক বাড়ির চরিত্র বদল হয় না।

বিজেপির অসীম সরকারের মন্তব্যের বিরোধিতায় ডেপুটেশন তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান পূর্বের লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকারের বক্তব্যের বিরোধিতা করে নির্বাচনী বিধিভঙ্গের অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশন ও জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অভিযোগ জানিয়ে সেই অভিযোগপত্রের কপি অর্থাৎ ডেপুটেশন পেশ করা হল মঙ্গলবার দুপুর ১টা ৩০মিনিটে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে।

পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক দপ্তরে এদিন ডেপুটেশন জমা দিয়ে জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা বাগবুল ইসলাম বলেন, 'গত ৭ এপ্রিল বিজেপি প্রার্থী বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের অসীম সরকার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করেন। গোটা ভারতবর্ষের মানুষ জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছেন মানুষের কল্যাণে। তিনি একজন অবিবাহিতা। অসীম সরকার প্রকাশ্য জনসভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামীর নাম জানতে চেয়ে অবমাননা করেছেন। শুধু তাই নয়, অসীম সরকার বক্তব্যের মধ্যে বলেছেন কেউ যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামীর নাম বলতে পারেন, তাঁকে তিনি এক কোটি টাকা পুরস্কার দেবেন। বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার নির্বাচনী আচরণ লঙ্ঘন করেছেন। এর আগে আমাদের জেলা সভাপতি সহ নির্বাচন কমিশনের নালিশ জানিয়েছে। এদিন জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দিলাম।'

NOTICE

Notice is hereby given to the General Public that a Registered Deed of Lease dated 16th September, 1994 executed by and between Ram Chandra Goenka Charitable Trust, being the Lessor and Mahabharat Properties Private Limited, being the Lessee and the same was recorded before the Office of the Registrar of Assurances-II, Kolkata and recorded in Book No. I, Volume 301, Pages from 121 to 138 Being No. 12093 for the year 1994 cannot be located. A General Diary Being No. 706 has been lodged with the Hare Street Police Station on 9th April, 2024 with regard to the same. In case the same is found, kindly return the same to the undersigned, details whereof are given below.

Public at large is also hereby cautioned to not deal with the said Deeds of Lease as the same is the property of Mahabharat Properties Private Limited.

Mr. Kamal Bhandari — For Mahabharat Properties Private Limited
16, Netaji Subhas Road, — Sd/-
3rd Floor, Kolkata - 700 001 — Director
Contact No. : (+91) 8209418854

মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালকের তাণ্ডবে মৃত ২, আশঙ্কাজনক ৪

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: প্রাইভেট গাড়িটি রাস্তায় উলটে গেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে। মঙ্গলবার সকালে নগরউখড়ার দিক থেকে হাবড়ার দিকে আসছিল একটি প্রাইভেট গাড়ি। পরপর বেশ কয়েকজনকে ধাক্কা মারে প্রাইভেট গাড়িটি। অবশেষে অশোকনগর থানার বনবনিয়া তরুণ সংঘ এলাকায় ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা মেরে গাড়িটি উলটে যায়। আহতদের হাবড়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসক এবং তিনজনের অবস্থা খারাপ থাকায় কলকাতায় পাঠানো হয়েছে। যার মধ্যে এক মহিলার মৃত্যু হয় বারাসতে। ঘটনাস্থলে অশোকনগর থানার পুলিশ গিয়ে গাড়ির ভেতর থেকে মদের বোতল উদ্ধার করে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন প্রাইভেট গাড়ির চালক। তবে পরপর একাধিক গাড়িতে ধাক্কা মারতে মারতে আসেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট দু'জনের মৃত্যু হয়েছে, চারজন আহত অবস্থায় বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। গাড়ির চালক এবং গাড়িতে থাকা সকলেই মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। গাড়ির চালক এবং যাত্রীরাও দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে অশোকনগর থানার পুলিশ। ঘাতক গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ।

টাইমকলে জল না পড়ার দাবিতে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: টাইমকল থেকে ঠিকমতো জল না পড়ার দাবিতে সমস্যায় বহু মানুষ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর কমলনগর এলাকায়। আর যা নিয়েই মঙ্গলবার ছড়িয়েছে রাজনৈতিক তরজা। গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামে সরকারি জলপ্রকল্প থাকলেও জল পড়ছে না কলে। প্রচণ্ড গরমে স্বাভাবিক কারণেই সমস্যায় পড়েছে পূর্বস্থলী ২ ব্লকের কমলনগর গ্রামের কয়েকশো পরিবার। আর এই কারণে কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে পানীয় জল আনতে হয় গ্রামবাসীদের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই জলপ্রকল্প চালু হওয়ার পর পাঁচ-ছ'মাস চলে। তারপরেই জল পড়া বন্ধ হয়ে যায় ট্যাপকলগুলিতে। আর এই ঘটনা ঘটছে প্রায় দু'বছর ধরে। জল না পাওয়ার প্রশ্নে বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, কোথাও জলের পাইপ লাইন লিক হয়ে থাকতে পারে। এছাড়াও অনেকে এই জল পাইপ থেকে চুরি করছে। জলের অপচয় করছে। কেউ গোরুর গা ধোয়াচ্ছে, আবার কেউ মোটরের মাধ্যমে জল তুলে ট্যাঙ্কে ভর্তি করছে। এবিষয়ে মানুষের সচেতন হওয়া উচিত। তবে জলস্বপ্ন প্রকল্পের কাজ চলছে। কোথাও কোথাও এই পানীয় জলের সমস্যা হলে তার সমাধান করা হবে।'

এ প্রসঙ্গে কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার বিজেপি জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, 'এ সরকারের মানুষকে জল খাওয়ানোর লক্ষ্য নয়, মদ খাওয়ানো লক্ষ্য। এ সরকার থাকলে কোনও দিনই মানুষের উন্নয়ন সম্ভব নয়।'

ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় সচেতনতার বার্তা বিডিওর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: রেনেসাঁ বাসিন্দাদের উদ্দেশ্যে ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সচেতনতামূলক প্রচার করেন বর্ধমান এক নম্বর ব্লকের বিডিও শ্রী রাজনীশ কুমার যাদব। বর্তমান সমাজে মোবাইল থেকে বেরিয়ে খেলায় ফেরার জন্য সচেতনতার বার্তা দেন ও ভোট উপলক্ষে ভোট্টু লোগো প্রচার করেন। এদিন রেনেসাঁস বাসিন্দা সহ শ্রাচি কর্মীদের নিয়ে প্রীতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা করা হয়। এছাড়া নাগরিকদের ভোট দেওয়ার বার্তা দেন। বর্ধমান এক নম্বর ব্লকের 'বিডিও একাদশ' ভার্সেস 'রেনেসাঁস একাদশ' ক্রিকেট খেলায় টসে জিতে প্রথম ব্যাট করে বিডিও একাদশ। ৮ ওভারে ১১৫ রান করে। রেনেসাঁস একাদশকে ৮৩ রানে পরাজিত করে বিডিও একাদশ এদিন খেলায় বর্ধমান এক নম্বর ব্লকের বিডিও শ্রী রাজনীশ কুমার যাদব অর্ধশত রান করে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ হয়ে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

ইদের উপহার দিতে মইদুলের বাড়িতে মীনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মইদুল ইসলামের বাড়িতে হাজির হয়ে তাঁর পরিবারের হাতে ইদের উপহার তুলে দিলেন ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। আজ, মঙ্গলবার বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের চোরকোলা গ্রামে মইদুল ইসলামের বাড়িতে হাজির হন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

গত ২০২১ সালের গত ১১ ফেব্রুয়ারি ডিওয়াইএফআইয়ের নবান্ন অভিযান কর্মসূচিতে যোগ দেন বাঁকুড়ার চোরকোলা গ্রামের ডিওয়াইএফআই কর্মী মইদুল ইসলাম। পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হয়ে তিনি ভর্তি হন দক্ষিণ কলকাতার একটি নার্সিংহোমে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর থেকে প্রতিবছরই নিয়ম করে ইদের আগে মইদুলের বাড়িতে হাজির হয়ে তাঁর পরিবারের হাতে ইদের উপহার তুলে দেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। মীনাক্ষীর দাবি, এটি তাঁর নিজের বাড়ি। সারাবছরই এই পরিবারের সঙ্গে তাঁরা পরিবারেরই একজন হয়ে থাকেন। তাই আলাদা করে এই পরিবারে আসার জন্য উপলক্ষের প্রয়োজন হয় না।

বাইক চুরির অভিযোগে হাতেনাতে ধৃত, উদ্ধার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মোটরবাইক চুরি করতে এসে হাতেনাতে গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি। তাঁকে জেরা করে বাজেয়াপ্ত করা হয় দু'টি মোটরবাইক।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে এক ব্যক্তির একটি মোটর বাইক চুরি হয় বলে অভিযোগ জানানো হয় বিষ্ণুপুর থানায়। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ বিভিন্ন জায়গার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে এলাকার ১০ জন ক্রিমিনাল রেকর্ডেড দুষ্কৃতীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এরপর ওন্দা থানার গোপালনগর গ্রামের বাসিন্দা সুজিত ঘোষকে সন্দেহ হলে নজর রাখা হয় তাঁর ওপর। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর থানা পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে এদিন সকালে ওই ব্যক্তি অর্থাৎ সুজিত ঘোষ পুনরায় বিষ্ণুপুরে মোটরবাইক চুরি করতে আসছেন।

এরপর এদিন সমস্ত সিসিটিভির ওপর নজর রাখে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি মোটর বাইক চুরি করতে গেলে তাঁকে হাতেনাতে ধরে

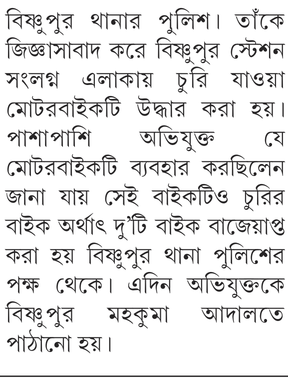

বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিষ্ণুপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় চুরি যাওয়া মোটরবাইকটি উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি অভিযুক্ত যে মোটরবাইকটি ব্যবহার করছিলেন জানা যায় সেই বাইকটিও চুরির বাইক অর্থাৎ দু'টি বাইক বাজেয়াপ্ত করা হয় বিষ্ণুপুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে। এদিন অভিযুক্তকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

ভাগীরথীতে বড়শিতে ২০ কেজির ভেটকি মাছ

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: দিঘার মোহনা নয়, এবার শ্যামপুরে ভাগীরথী নদে ধরা পড়ল প্রায় ২০ কেজি ওজনের পেল্লাই সাইজের ভেটকি মাছ। সোমবার রাতে শ্যামপুরের একদল মৎস্যজীবী মাছ ধরার উদ্দেশ্যে ভাগীরথীর জলে নৌকো ভাসান। গভীর রাতে হঠাৎ বড়শিতে টান পরায় পরিমল, সমীর, বিবেক তিন মৎস্যজীবী বহু কষ্টে একটি বড় সাইজের মাছকে টেনে নৌকোয় তোলেন। পরের দিন ভোরে অর্থাৎ ৯ এপ্রিল মঙ্গলবার মাছটিকে শ্যামপুরের সন্ধ্যাময়ী মাছ আরতে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে আসলে দেখা যায় মাছটির ওজন ১৯ কেজি ১৫০ গ্রাম। মাছটিকে দেখতে ভিড় জমে যায় শ্যামপুরের ভোলানাথ মার্কেট সংলগ্ন এলাকায়। আড়তদারের কাছ থেকে ৬৬০ টাকা কেজি দরে এক মাছ ব্যবসায়ী মাছটি কিনে নেন। অর্থাৎ মাছটির দাম গিয়ে দাঁড়ায় ১৩০০০ টাকা।

এই প্রথম এত বিশাল আকার ভেটকি মাছ বড়শিতে পড়ায় মৎস্যজীবীরা খুবই আনন্দিত। তাঁরা বলেন, 'কোনও দিন ভাবিনি এত বড় মাছ আমরা ধরতে পারব। মাছটি যেহেতু হুইল ছিপে গেঁথেছিল তাই আমরা ভেবেছিলাম মাছটিকে হয়তো নৌকোয় তুলতে পারব না। কিন্তু আমরা মনোবল হারায়নি, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরে ধীরে মাছটিকে নৌকোয় তুলতে পেরেছি। তবে আর একটু বেশি দাম পাওয়া গেলে আরও ভালো লাগত।'

SBI এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, হুগলি, ৯, কে জি টি রোড, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২২৩৩, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in
পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
A/c No- 37187345110, 41547972435 & 37190440507
যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০১.০২.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী গৌতম গুপ্ত এবং শ্রীমতি সমাপ্তি গুপ্ত, ফ্ল্যাট নং ২০১, ৩য় তল, ৬, পালপাড়া মেন রোড, লক্ষ্মী টাওয়ার, থানা - চন্দননগর, হুগলি - ৭১২১৩৬ পিতা মদন মোহন গুপ্ত, ত্রিবেণী টিসু কলোনি, মধুসূদনপুর, মগরা, হুগলি - ৭১২৫০৪** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২২,৭৩,৯৫৮ টাকা (বাইশ লাখ তিয়াত্তর হাজার নশো আটান্ন টাকা) টাকা ০১.০২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত। আপনি চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি উক্ত নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শ্রীরামপুর ব্রাঞ্চ,** নিকট বকেয়া **২২,৭৩,৯৫৮ টাকা (বাইশ লাখ তিয়াত্তর হাজার নশো আটান্ন টাকা) টাকা ০১.০২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ একটি সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট মার্বেল মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট নং ২০১, তৃতীয়তলে, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ১০৯৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৩৬৮ বর্গফুট অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৬, পালপাড়া মেন রোড (পশ্চিম),ওয়ার্ড নং ২, চন্দননগর পুরসভা, থানা এবং এডিএসআর অফিস : চন্দননগর, হুগলি : ৭১২১৩৬। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** খোলা জায়গা, **দক্ষিণে :** খালি জায়গা, **পূর্বে :** সিঁড়ি, প্রবেশ দ্বার, লিফট, **পশ্চিমে :** খোলা জায়গা।
শ্রী গৌতম গুপ্ত এবং শ্রীমতি সমাপ্তি গুপ্ত, উল্লেখ্য দলিল নং : ০৬০১০২৬৭৪-২০২১, ভলুম নং ০৩০১-২০২১, পৃষ্ঠা ৭৬৪৬২ থেকে ৭৬৪৯৪, নথিভুক্ত বুক নং ১, ডিএসআর-১, হুগলি।
দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ০৬.০৪.২০২৪, স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই আরএসিপিসি-তথা-এসএআরসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল - sbi.10263@sbi.co.in
পরিশিষ্ট IV (রুল-৮(১) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
LOAN ACCT - 38356256627 (HBL) & 38356265847 (SURAKSHA)
যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **৩০.১১.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী রূপম বসাক সাকিন ৩৭/৩, মোহনলাল বাহালওয়ালা রোড (ফকির ঘোষ লেন) হাওড়া - ৭১১২০১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৮,৩১,১৩৯ টাকা (আঠার লাখ একত্রিশ হাজার একশ উনচল্লিশ টাকা) টাকা ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।**
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া** নিকট বকেয়া **১৮,৩১,১৩৯ টাকা (আঠার লাখ একত্রিশ হাজার একশ উনচল্লিশ টাকা) টাকা ৩০.১১.২০২৩ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয়, তাৎক্ষণিক ব্যয়, ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ মকরারি বাস্তু জমি এরিয়া পরিমাণ আনুমানিক ৩ কাঠা ৬ ছটাক এবং তদস্থিত চারতলা নবনির্মিত ভবন পুরসভা হোল্ডিং নং ২৭, বর্তমানে ২৭ (বিএল/বি), শান্তিরাম রাস্তা, পো এবং থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, ওয়ার্ড নং ৬, এলআর দাগ নং ১৩৪০৫ এবং ১৩৪০৬, খতিয়ান নং ৫৯৭০,জেএল নং ১৪, মৌজা এবং থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** হোল্ডিং নং ২৬, শান্তিরাম রাস্তা, **দক্ষিণে :** শান্তিরাম রাস্তা, **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ, **পশ্চিমে :** হোল্ডিং নং ২৮, শান্তিরাম রাস্তা।
ফ্ল্যাটের বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং বি, (মার্বেল মেঝে) পরিমাণ আনুমানিক ৮৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ৪র্থতলে, উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম অংশে উক্ত ভবনে, ৩ বেড রুম, ১ কিচেন, ২ টয়লেট, ১ লিভিং তথা ডাইনিং এবং ২ বারান্দা লিফট সুবিধা সহ এবং অবিভক্ত পুরসভা হোল্ডিং নং ২৭ (বিএল/বি), শান্তিরাম রাস্তা,পো এবং থানা : বালি,জেলা : হাওড়া, **চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে :** পাশে খোলা জায়গা (খোলা জায়গা), **দক্ষিণে :** সিঁড়ি, প্রবেশ এবং স্মৃতি চ্যাটার্জির ফ্ল্যাট, **পূর্বে :** পাশে খোলা জায়গা (খোলা জায়গা), **পশ্চিমে :** পাশে খোলা জায়গা (খোলা জায়গা)।
শ্রী রূপম বসাক এর নামে সম্পত্তি উল্লেখ্য দলিল নং -০৫১৩০২১৯৭ -২০১৯ সালের নথিভুক্ত বুক নং -১, ভলুম নং ০৫১৩-২০১৯, পৃষ্ঠা ৭২১৫৬ থেকে ৭২২০১, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস-ডিএসআর-২, হাওড়া।
দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।
তারিখ - ০৬.০৪.২০২৪, স্থান - হাওড়া — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দলীয় ভাবে ঘোষণা হয়নি নাম

উইকিপিডিয়ায় পশ্চিম বর্ধমানের বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারি

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

পশ্চিম বর্ধমান: প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়নি, কিন্তু উইকিপিডিয়া দেখাচ্ছে ২০২৪ লোকসভা ভোটে আসানসোল কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর নাম জিতেন্দ্র তিওয়ারি, তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা ও সিপিএম প্রার্থী জাহানারা খান। তৃণমূল এবং সিপিএম প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়ে তাঁরা ইতিমধ্যে প্রচার শুরু করেছেন। কিন্তু বিজেপির তরফে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

গত ২ মার্চ আসানসোল কেন্দ্রের জন্য বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছিল ভোজপুরি তারকা পবন সিংয়ের। তিনি অবশ্য নিজস্ব সমস্যা দেখিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। তারপর থেকে বিজেপির কোনও নতুন নাম ঘোষণা হয়নি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে। তবে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে আর সোশ্যাল মিডিয়া জুড়েও প্রচারে সর্বত্রই একটাই নাম আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তথা বর্তমান বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

রাস্তাঘাটে পথে একটাই আলোচনা, তা হলে তিওয়ারিই কি প্রার্থী? যদিও তাতে দলীয় ভাবে বা সরকারি সীলমোহর পড়েনি এখনও। কিন্তু উইকিপিডিয়ার মতো অনলাইন এনসাইক্লোপিডিয়ায় এই নাম চোখে পড়ছে। সেই নিয়ে শুরু হয়েছে বিভ্রান্তি। তা হলে কে বা কারা ওই নাম উইকিপিডিয়ায় তুলে ধরল? সাইবার বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কোটি কোটি মানুষ এই সাইট ব্যবহার করেন। যে কোনও তথ্য বা যে কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে জানতে হলে এখানে সার্চ করলে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায়। তবে উইকিপিডিয়ায় যে কেউ এডিট করতে পারেন নিজস্ব লগইন আইডি দিয়ে। এডিট করা যায় কিন্তু এডিট করলেই সেই তথ্য সঙ্গে সঙ্গে আপলোড হয় না তা বা তথ্য পরিবর্তন করা যায় না। উইকিপিডিয়ার মাধ্যমে তার পর্যবেক্ষণ করা হয়। তারপরই সেই তথ্য তাদের সাইটে আপলোড হয়। যদি সেই তথ্যের মধ্যে কোনও প্রশ্ন থাকে বা নিশ্চয়তা না থাকে, তা হলে তার রং লাল হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জিতেন্দ্র তিওয়ারির যে নাম রয়েছে তা লাল হরফে অর্থাৎ পুরোপুরি ভাবে নিশ্চিত নয়। প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে এই নাম কে আপলোড করল?

যদিও জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁর দাবি, তাঁর এ বিষয়ে কিছু জানা নেই। অনলাইন বা এই ধরনের এনসাইক্লোপিডিয়া কী ভাবে তৈরি হয় বা কী ভাবে সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার হয় তাও তাঁর জানা নেই।

আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর নাম ঘোষণা না হলেও, প্রচারের ময়দানে সক্রিয় বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তবে আসানসোলে বিজেপির মরা গাঙে পালে একা হাওয়া তুলছেন প্রাক্তন মেয়র বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। আসানসোলের ৭টি বিধানসভা জুড়ে জনসংযোগ করে বেড়াচ্ছেন তিনি। প্রতিদিন বিভিন্ন মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন তিনি। মর্নিং ওয়াকেও চালিয়ে যাচ্ছেন প্রচার।

মঙ্গলবারও সকালবেলা দক্ষিণখণ্ড কালীবাড়িতে পূজা দিলেন তিনি। এখানে মন্দিরে পুজো দিতে এসে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানান, মন্দির তৈরিই হয় ভগবানের পুজোর জন্য। আর ভগবানের কাছে মন্দিরে পুজো সবাই দিতে পারে। আসানসোলের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা কে কটাক্ষ করে বলেন, 'তাঁরা তো মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন। তৃণমূলের উচিত মন্দিরে আসা, আসানসোলের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার উচিত মন্দিরে আসা।'

অন্যাদিকে জিতেন্দ্র তিওয়ারির দাবি, বিজেপির প্রত্যেকটি আসনেই প্রার্থী নরেন্দ্র মোদি। প্রার্থীর নাম আজ না হয় কাল ঘোষণা হবেই। যিনিই আসুক না কেন তিনি বিপুল ভোটে জয়ী হবেনই। তাঁর কটাক্ষ, তৃণমূল তো দেশের মধ্যে সবার প্রথম শত্রুঘ্ন সিনহার নাম ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু নাম ঘোষণাই সার। প্রার্থী তো এখনও প্রচারেই নামতে পারলেন না। অন্যদিকে বিজেপি কর্মীরা জনসংযোগে আছেন।

দু' দলের কার্যালয়ে কুর্সি চুরির অভিযোগ, থানার দ্বারস্থ কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লোকসভা নির্বাচন কড়া নাড়ছে দরজায়। কুর্সি দখলের লড়াইয়ের ময়দানে যুযুধান প্রার্থীরা। লড়াইয়ে কে এগিয়ে কে পিছিয়ে, তা নিয়ে চলছে জোর চর্চা। আর এর মাঝে একই দিনে একাধিক দলের কার্যালয়ে হানা দিয়ে কুর্সি নিয়েই চম্পট দিল চোর! লোকসভা নির্বাচনের মুখে বাঁকুড়া শহরের জনবহুল এলাকায় থাকা তৃণমূল ও বিজেপির কার্যালয়ে চেয়ার চুরির এমন ঘটনায় হতবাক দুই দলের কর্মীরাই। সাধারণ মানুষ অবশ্য এমন কাণ্ডের চর্চায় মজে তারিফ করছেন চোরের রসবোধকেই।

বাঁকুড়া শহরের রথতলা এলাকায় রয়েছে বিজেপির ৮, ৯ ও ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কার্যালয়। ভোটের মুখে সেই কার্যালয়ে প্রায় সারাক্ষণ দলের কর্মীদের আনাগোনা রয়েছে। বিজেপির দাবি, সোমবার দুপুরের দিকে যখন কর্মীরা বাড়িতে খেতে গিয়েছিলেন সেই সময় সেখানেই হানা দেয় চোর। জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্যেই দলীয় কার্যালয় থেকে বেশ কয়েকটি প্লাস্টিকের চেয়ার ও টেবিল রিক্সায় চাপিয়ে চম্পট দেয় চোর। এলাকার মানুষের চোখে ধুলো দিতে রিক্সায় তোলা হয় ওই দলীয় কার্যালয়ে রাখা বেশ কিছু দলীয় পতাকাও। স্থানীয় একটি দোকানের সিসি ক্যামেরায় রিক্সায় চাপিয়ে চোরের চেয়ার নিয়ে যাওয়ার ছবি ধরাও পড়ে।

তবে শুধুমাত্র বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে চেয়ার চুরি গিয়েছে এমনটা নয়। চেয়ার চুরি গিয়েছে বাঁকুড়ার রামপুরে থাকা তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয়েও। রামপুর এলাকায় থাকা ৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কার্যালয় থেকে ওই চেয়ারগুলি চুরি যায়। ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ভ্রমর চৌধুরীর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাইপুরের সভায় যাওয়ার জন্য যখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন, তখন সিভিক কর্মীর পোশাক পরে এক ব্যক্তি এসে দলীয় কার্যালয়ের চাবি চান, সিভিকের পোশাক পরা ওই ব্যক্তি দলীয় কার্যালয়ে ফ্লেক্স রাখার কথা বলেন। কিছু ভাবনা চিন্তা না করে তাঁকে কার্যালয়ের চাবি দিয়ে দিলে সিভিকের পোশাক পরা ওই কর্মী দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে বেশ কয়েকটি চেয়ার ও টেবিল চুরি করে নিয়ে যায়। দিনেদুপুরে দলীয় কার্যালয়ে এমন চুরির ঘটনায় ওই কাউন্সিলরও বাঁকুড়া সদর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

মুরারই বিধানসভা জাজিগ্রামে ক্রিকেট প্রেমিকদের সঙ্গে ক্রিকেট খেললেন বীরভূম লোকসভার প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধর।

বিজেপি প্রার্থীর 'স্নেহ চুম্বন'-এ হইচই, মালদায় রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে 'স্নেহ চুম্বন' যুবতীকে! উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীর এমনই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই মালদার রাজনীতিতে তুমুল শোড়গোল। ইতিমধ্যে এমন ছবি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের (এআইটিসি) পক্ষ থেকে তাদের ফেসবুক পেজে পোস্ট করা হয়েছে। যদিও প্রকাশিত ছবির সত্যতা যাচাই করে সংবাদপত্র 'একদিন'। আর সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ছবি ভাইরাল হতেই তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

এদিকে উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর সাফ বক্তব্য, 'ও আমার আত্মীয়। আমার কাছে ওই মেয়েটি শিশুর মতো। আর শিশুকে চুম্বন করা কোনও অন্যায় কাজ নয়। এটা সম্পূর্ণ তৃণমূলের চক্রান্ত। এই ধরনের অপসংস্কৃতি ওদেরই আছে।'

তৃণমূলের জেলার সহ সভাপতি বাবলা সরকার বলেন, 'আমরা দেখেছি সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে কাউকে চুম্বন করছে, আবার কোনও মহিলার পিঠে হাত দিয়ে চলছেন। আসলে এই ধরনের কালচার ওদের মানায়।'

তৃণমূলের এআইটিসির ফেসবুক পেজে উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থীর এমন ছবি দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি চাঁচলের শ্রীহিপুর গ্রামের এই ছবি। মঙ্গলবার সকাল থেকেই সেই ছবি নিয়ে হইচই পড়েছে জেলা জুড়েই। একই সঙ্গে জেলায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও। এরকম আরও বেশ কিছু ছবি তৃণমূলের সোশ্যাল সাইডে দিয়ে বিজেপি প্রার্থীর এবং সেই দলের বিরুদ্ধে নানা রাজনৈতিক বিতর্কিত মন্তব্য করা হয়েছে।

তৃণমূলের জেলার সহ-সভাপতি বাবলা সরকার বলেন, 'একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। সেখানে প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা সাংসদ এক যুবতীকে চুমু খাচ্ছেন। বাংলার সংস্কৃতিতে এটি একটি নিন্দনীয় ঘটনা। এই ধরনের ছবি বিজেপি-র কেউ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করেছে।'

এদিকে পুরো বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিকৃত মানসিকতার অভিযোগ তুলেছেন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। তিনি বলেন, ' এই ধরনের ছবি বিকৃত করে দল এবং ব্যক্তি বিশেষ হিসাবে বদনাম করা হচ্ছে। এই ঘটনা নিয়ে মালদা সাইবার ক্রাইম থানায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে।'

অন্য দিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ওই যুবতী জানিয়েছেন, 'যে সময় এই ছবিটি কেউ তুলেছিল তখন পাশে তাঁর বাবা ও মা উপস্থিত ছিলেন। খগেনবাবু আমাদের আত্মীয়। তিনি আমাকে ছোট থেকেই দেখছেন, মেয়ের মতো ভালোবাসেন। যারা এই ধরনের ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল করছে তারা নোংরা মানসিকতার।'

ভোট বড় বালাই

রাস্তা মেরামতের কাজে হাত ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: দিলীপ ঘোষের মতোই চা চক্রের মধ্য দিয়ে শহরে নির্বাচনী প্রচার করছেন ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। প্রতিদিন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গিয়ে চা চক্রে যোগ দিচ্ছেন। জনসংযোগ বাড়াচ্ছেন ঝাড়গ্রাম শহরের কর্মী এবং এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে। মঙ্গলবার চার নম্বর ওয়ার্ড জামদা এলাকায় চা চক্রে যোগ দেওয়ার পর ঝাড়গ্রাম গ্রামীণের চুবকাতে প্রচারে গেলে সেখানে সিপিএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেয় ২০টি পরিবার।

প্রার্থী ঘোষণার পর বিজেপির জেলা কমিটি প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে ভোট প্রচারে জোর দেন। মঙ্গলবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের চুবকা অঞ্চলের মার্কণ্ডপুর গ্রামে গ্রামবাসীদের সঙ্গে রাস্তা নির্মাণের কাজে হাত লাগান বিজেপি প্রার্থী। মর্কণ্ডপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে গ্রাম পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা। বর্ষার সময় চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠে। প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েও সুরাহা মেলেনি বলে দাবি। অবশেষে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের উদ্যোগে মোরাম দিয়ে শুরু হয়েছে রাস্তা মেরামতের কাজ। সেই রাস্তার কাজে হাত লাগালেন ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু।

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ৯ এপ্রিল। চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু হল এক তৃণমূল নেতার। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার সৈয়দপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বালুরঘাট থেকে কলকাতাগামী এক্সপ্রেস ট্রেনে কোনো কারণবশত ওই ব্যক্তি পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই তাঁর। এই দুর্ঘটনার পর খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয় রেল পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম দেবজিৎ রঞ্জন রুদ্র (৫৯)। তাঁর বাড়ি বালুরঘাটে। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের বালুরঘাট শহর কমিটির প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন। মৃত তৃণমূল নেতার এক আত্মীয় বিমল সাহার দাবি, দেবজিৎ রঞ্জন রুদ্র পারিবারিক বিবাদের জেরে গত সোমবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তারপরে পরিবারের লোকজনেরা ওইদিন রাতেই বালুরঘাট থানায় নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন। এদিন বালুরঘাট থানা সূত্রে জানা যায়, ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে দেবজিৎবাবুর। গাজোলের সৈয়দপুর এলাকা থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে। কী ভাবে চলন্ত ট্রেন থেকে ওই ব্যক্তির পড়ে গিয়ে মৃত্যু হল সেই ব্যাপারেও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

এদিকে পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠিয়েছে। সেখানকার মর্গে ময়নাতদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

যে চুরি করতে চেয়েছিল তাঁকে আগেই ত্যাগ করেছি সৌমিত্র

প্রাক্তন স্ত্রীকে বেনজির আক্রমণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটের দিন আগামী ২৫ মে ধার্য করা হয়েছে। ভোট পর্ব সম্পন্ন হতে এখনও বেশ কিছুদিন বাকি থাকলেও প্রচার যেন তুঙ্গে। আর এই প্রচার সভা চলাকালীন যুযুধান দু'পক্ষ যাঁরা একে অপরের প্রাক্তন, তাঁরা বাক্যবাণে বিদ্ধ করেই চলেছেন।

সোমবার সন্ধ্যাবেলায় ওন্দা বিধানসভার অন্তর্গত নাকাইজুড়ি অঞ্চলের আগয়া গ্রামে বিজেপির তরফ থেকে একটি প্রচার সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ। সেখানে জনগণের উদ্দেশে খোলা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সুজাতা মণ্ডল অর্থাৎ বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে তাঁর বিপক্ষের তৃণমূল প্রার্থীকে বেনজির আক্রমণ করলেন। তিনি বলেন, 'যে চুরি করতে চেয়েছিল, সুজাতা তাঁকে আগেই ত্যাগ করেছি। কারণ সে একটা বড় চোর, তার জন্য তাঁকে ত্যাগ করেছি।'

পরে সৌমিত্র বাবু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'যে সব সময় টাকা টাকা করে, আমি তাঁকে আমি ত্যাগ করেছি এবং আইনত ভাবেই ত্যাগ করেছি।' সৌমিত্রবাবুর এই মন্তব্যের পালটা মন্তব্য করেছেন লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুজাতা মণ্ডল। তিনি বলেন, 'যাঁর চরিত্র বলে কোনও বস্তুই তাঁর জীবনে নেই, যিনি অফিসিয়ালি দুশ্চরিত্র বারেবারে প্রমাণ করেছেন, বেইমান বারবার প্রমাণ করেছেন, সে কোথায় কী বলল, সেটা কি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ!'

রাজনৈতিক মহলের দাবি, বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট যুদ্ধ যেন মহাভারতের যুদ্ধকেও হার মানাতে চলেছে। এই বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে কার পাল্লা ভারী সেই বিষয়টা এখনও অবধি স্পষ্ট না হলেও লড়াই যে সেয়ানে-সেয়ানে তা কার্যতই স্পষ্ট। এই লোকসভা কেন্দ্র থেকে শেষ হাসিটা কে হাসে, প্রাক্তন স্বামী না প্রাক্তন স্ত্রী? তার দিকে তাকিয়ে পুরো দেশ।

বসন্ত উৎসবে সাংবাদিকতার অনুষ্ঠান কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সের উদ্যোগে দেওয়া হল চতুর্থ ব্যাচের সার্টিফিকেট ও শুরু হল জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সের পঞ্চম ব্যাচের ক্লাস। পাশাপাশি আম্রকুঞ্জে অনুষ্ঠিত হল বসন্ত উৎসব। রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য, কবিতা কোলাজ ও বসন্তের গানে একাকার হয়ে ওঠে আম্রকুঞ্জ। প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমলেন্দু ভুঁইয়া।

তিনি জানালেন, 'অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনে প্রাক্টিক্যাল ক্লাস করিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষিত করা হচ্ছে এই কোর্সে। বিদেশের অধ্যাপক, সাংবাদিকরাও ক্লাস নিচ্ছেন। সবচেয়ে আনন্দের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা তো বটেই, সুদূর আন্দামান থেকেও এই কোর্সে ভর্তি হয়েছেন অনেকে। আমাদের এখান থেকে পাশ করে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও চ্যানেলে অনেকেই কাজ পেয়েছেন। কোর্স ফিও অল্পই।'

ষষ্ঠ বসন্ত উৎসবে প্রায় পাঁচশো ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উৎপল মণ্ডল, অধ্যাপক সঞ্জিৎ মণ্ডল, অধ্যাপক প্রবীর প্রামাণিক, অধ্যাপক নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। কারা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছেন এই কোর্সে?

জানা গেল, উচ্চ মাধ্যমিক পাশ হলেই আবেদন করা যাবে। ছয় মাসের কোর্স ফি দু'হাজারের মধ্যে।

কোর্সের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুখেন বিশ্বাস জানালেন, 'উচ্চ মাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রী যেমন এখানে হাতেকলমে কাজ শিখে চাকরি পাচ্ছেন, তেমনই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, কোর্টের উকিলও বিষয়টি জানার আগ্রহেই ভর্তি হয়েছেন।' উল্লেখ্য, ইউজিসি রুশার স্কিমে প্রায় ৩০টি বৃত্তিমুখী সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। তার মধ্যে জার্নালিজম সার্টিফিকেট কোর্সই সেলফ ফিনান্সড স্কিমে চালু আছে।

বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার দাবি বুদ্ধিজীবী সংগঠনের পথসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: 'দেশ বাঁচাও মোদি হঠাও' নামে গণমঞ্চের পক্ষ থেকে বর্ধমান শহরের কার্জন গেট চত্বরে বুদ্ধিজীবীদের সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি পথসভার আয়োজন করা হয়। এই মঞ্চ থেকে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা বলেন, 'ভুল করেও বিজেপিকে আর একটি ভোটও দেবেন না তা হলে দেশ পুরো ভাগ করে ছাড়বে ওরা।'

এই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধিজীবী সংগঠনের পক্ষে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সৈকত মিত্র, অনন্যা চক্রবর্তী বিশিষ্ট টলিউডি অভিনেতা ভরত কল, প্রাক্তন সিপিএম নেতা সমীর পুততুণ্ড সহ নেতৃত্বরা। নীচের দর্শকাসনে বসেছিলেন বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান পুরসভার কাউন্সিলর শাহাবুদ্দিন খান, আনন্দ গোপাল সাহা, ভবদেব চক্রবর্তী, সুকৃতি হাজরা সহ বর্ধমান বার অ্যাসোসিয়েশনের তৃণমূল পন্থী আইনজীবীরা।

হিঙ্গলগঞ্জে পুলিশের ওপর হামলা! আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: সন্দেশখালির পর এবার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা এলাকা উত্তপ্ত করার চক্রান্তের অভিযোগ উঠল। হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভা সন্দেশখালি থানার খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শিতুলিয়ায় পুলিশ ক্যাম্পে হামলা দুষ্কৃতীদের। সোমবার গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায় শীতুলিয়ার ওই পুলিশ ক্যাম্পে। ঘটনায় আহত হয় সন্দীপ সাহা নামে এক পুলিশকর্মী। তাঁকে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসাপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিশ। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটলো তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান, সন্দেশখালির মতো হিঙ্গলগঞ্জেও উত্তেজনা ছড়াতে চাইছে বিরোধীরা। নির্বাচনের আগে পুলিশকর্মীকে মেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: জোতরাম এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। দেহ ময়নাতদন্ত হল মঙ্গলবার দুপুর ১টা নাগাদ বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে। মৃত ব্যক্তির নাম প্রবীর ঘোষ। বাড়ি মেমারি থানার অন্তর্গত চেকপোস্ট এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো ডায়ালেসিস করতে গিয়েছিলেন বাড়ি থেকে সোমবার ভোরবেলা একটি চারচাকা গাড়ি করে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে। যাওয়ার পথে জোতরাম এলাকায় একটি ডাম্পারের পিছনে ধাক্কা মারে চারচাকা গাড়িটি, ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় বর্ধমান শহরে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই সোমবার বিকেলে মৃত্যু তাঁর।

সব অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে না প্রার্থীকে: সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় একজন প্রার্থীর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব দেওয়া নিয়ম। তাই বলে প্রার্থীর প্রতিটি অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে, এমনটাও নয়। কোনও ব্যক্তির সম্পত্তি সংক্রান্ত সব কিছু জানার অধিকার নেই ভোটারদের। অরুণাচলের এক নির্দল প্রার্থীর সম্পত্তি গোপন সংক্রান্ত মামলায় এমন মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট।

প্রার্থীর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা উঠেছিল বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস এবং সঞ্জয় কুমারের সাংবিধানিক বেঞ্চে। ২০১৯ সালে অরুণাচল প্রদেশের তেজু থেকে ভোটে লড়েন নির্দল প্রার্থী কারিখো ক্রি। তাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব না দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। প্রশ্ন উঠেছিল, মনোনয়নপত্রে কারিখোর স্ত্রী ও ছেলের তিনটি গাড়ির কথা কেন জানানো হয়নি? যদিও পরে প্রকাশ্যে আসে, মনোনয়ন দাখিলের আগে স্ত্রী ও ছেলের গাড়ি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এই যুক্তিতেই কারিখোর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খারিজ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

উল্লেখ্য, গুয়াহাটি হাইকোর্ট অভিযুক্তের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। এদিন ওই নির্দেশ খারিজ করে শীর্ষ আদালতের দুই বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, কোনও প্রার্থীর জীবন যাপনে কুরুচিকর বিলাস দেখা গেলে তবেই সমস্ত সম্পত্তির হিসাব দেওয়ার প্রশ্ন উঠতে পারে। অন্যথায় একজন প্রার্থীকে সব অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে না, সব কিছু জানার অধিকার নেই ভোটারদের।

জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পেলেন রাজীব কুমার

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: নিরাপত্তা বাড়ানো হল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের। এবার থেকে কেন্দ্রের জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পাবেন তিনি। মঙ্গলবার এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের সূত্রানুসারে জানা গিয়েছে, হামলার আশঙ্কা রয়েছে তাঁর উপরে। তাই এই পদক্ষেপ। দেশের বিভিন্ন গোয়েন্দা সূত্রে এই আশঙ্কার কথা জানা গিয়েছে।

১৯ এপ্রিল থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগেই নিরাপত্তা বাড়ানো হল মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের। দেশজুড়ে যেখানেই যাবেন রাজীব, সেখানেই তাঁর সঙ্গে থাকবেন ৪০-৪৫ জনের সিআরপিএফের বিশেষ দল। আসলে যেহেতু হুমকি রয়েছে, তাই তাঁর নিরাপত্তায় কোনও ফাঁক রাখতে চায় না কেন্দ্র। জানা গিয়েছে, ১২ জন কমান্ডো তিনটি শিফটে পালা করে রাজীবের দায়িত্বে থাকবেন। অতিরিক্ত ২ জন থাকবেন নজরদারির দায়িত্বে। এদিকে তিনজন গাড়ি চালক, যাঁরা বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, তাঁদের আলাদা করে তৈরি রাখা হবে বলেও এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ১৯৮৪ সালের আইএএস ব্যাচের অফিসার রাজীব কুমার। তবে তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। ২০২০ সালের ১ সেপ্টেম্বর তিনি নির্বাচন কমিশনার হন। এরপর ২০২২ সালের ১৫ মে দেশের ২৫তম মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হন রাজীব।

আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে মহুয়ার

জানাল দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: জনসমক্ষে আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ অধিকার রয়েছে তৃণমূল নেত্রী মহুয়া মৈত্রের। সে অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারে না। কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে প্রাক্তন বন্ধুর দায়ের করা এক মামলার প্রেক্ষিতে এমনটাই জানাল দিল্লি হাইকোর্ট। টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন মামলায় প্রাক্তন বন্ধু আইনজীবী জয় অনন্ত দেহদ্রাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ততার জায়গা নিয়েছে। একে অপরের বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন দুপক্ষ। যার জেরে মহুয়ার বিরুদ্ধে ২ কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করেছেন অনন্ত। পাশাপাশি তাঁর আবেদন, মহুয়া যেন তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করেন। সেই মামলার শুনানিতে এমনটাই জানাল উচ্চ আদালত।

সোমবার এই মামলার শুনানিতে উচ্চ আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, 'আপনি যদি প্রকাশ্যে অভিযোগ তোলেন তাহলে মহুয়ারও অধিকার রয়েছে নিজের পক্ষে কথা বলার। তবে সেক্ষেত্রে কোনও মিথ্যা দাবি উনি করতে পারেন না। অবশ্য দুপক্ষই যদি একে অপরের বিরুদ্ধে বাকযুদ্ধে না নামেন সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু আপনি প্রকাশ্যে কোনও কথা বললে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ অধিকার রয়েছে মহুয়ারও।'

বিচারপতি আরও বলেন, দু-জনের সম্পর্ক সম্প্রতি যে জায়গায় গিয়েছে, সেখানে একে অপরকে দোষারোপ করা খুব স্বাভাবিক। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে তেমন কোনও মন্তব্য যে মহুয়া করেননি একথাও জানানো হয় হাইকোর্টের তরফে। তবে উচ্চ আদালত এটাও জানায়, যদি মহুয়া অনন্তের বিরুদ্ধে কোনও মিথ্যা অভিযোগ এনে থাকেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই পদক্ষেপ করা হবে তাঁর বিরুদ্ধে। তার আগে দু-পক্ষেরই সংযত থাকা উচিত। এছাড়া দু'পক্ষের আইনজীবীকেও আদালত পরামর্শ দেয় তাঁরা যাতে প্রকাশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে কাদা ছোড়াছুড়িতে না নামেন। আগামী ২৫ এপ্রিল এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

ভারতের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে এবার মুখ খুলল আমেরিকা

নিউ ইয়র্ক, ৯ এপ্রিল: বিদেশের মাটিতে, বিশেষত পাকিস্তানে বেছে বেছে জঙ্গিদের নিকেশ করছে ভারত। চাঞ্চল্যকর এই রিপোর্ট প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। দিল্লির বিরুদ্ধে ওঠা এই গুরুতর অভিযোগ নিয়ে এবার মুখ খুলল আমেরিকা। হোয়াইট হাউজের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গোটা বিষয়ে নজর রাখছে তারা। যদিও দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় ভারত-পাক দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভব বলে জানিয়েছে তারা।

পাকিস্তানে গত দুবছরে অজ্ঞাত পরিচয় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারিয়েছে অন্তত বারো জন জঙ্গি। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, এরা প্রত্যেকেই ছিল ভারতের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায়। শুধু পাকিস্তান নয়, অভিযোগ উঠেছে বন্ধু কানাডা থেকেও। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অভিযোগ করেন, খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে জড়িত ভারত সরকার। এক 'র' এজেন্টের বিরুদ্ধে পদক্ষেপও করা হয়েছিল।

এই সমস্ত প্রসঙ্গ তুলে ভারতীয় সরকারের এক আধিকারিকের উক্তি-সহ একটি রিপোর্ট পেশ করেছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম। যদিও ওই রিপোর্টকে ইতিমধ্যে মিথ্যে বলে নস্যাৎ করেছে ভারত। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর সাফ জানিয়েছেন, বিদেশের মাটিতে গিয়ে খুন করা ভারত সরকারের নীতি নয়। এটা সম্পূর্ণ ভারত বিরোধী প্রচার। এবার এই বিষয়ে আমেরিকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বললেন, 'আমরা মিডিয়া রিপোর্টের দিকে নজর রাখছি। তবে এই বিষয়ে এখনই আমাদের তরফে কোনও বক্তব্য নেই। তবে দুই দেশকে সংঘাত এড়িয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে দেব।'

প্রসঙ্গত, গার্ডিয়ানের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১৯ সাল থেকে মোট ২০ জঙ্গিকে নিকেশ করেছে 'র'। এই দাবির সপক্ষে পাকিস্তান সরকারও বেশ কিছু প্রমাণ দিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমটিকে। ইসলামাবাদের মতে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে অবস্থিত ভারতের স্লিপার সেলই পাকিস্তানে ঢুকে জঙ্গিদের খুন করেছে। ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের ধাঁচেই এই অপারেশন চালাচ্ছে 'র'।

প্রথমবার ৭৫ হাজারের গণ্ডি পার সেনসেক্সের

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: লোকসভা নির্বাচন শুরু হতে বাকি মাত্র ১০ দিন। তার আগেই চড়চড় করে বাড়ছে দেশের শেয়ার বাজারের দর। মঙ্গলবার সর্বকালের সেরা সূচকের রেকর্ড গড়ল সেনসেক্স ও নিফটি। প্রথমবারের জন্য ৭৫ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছে সেনসেক্স। ২২ হাজারের ঘরে নতুন নজির গড়েছে নিফটিও।

সোমবার লাভের মুখ দেখেই বন্ধ হয়েছিল বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ। মঙ্গলবার সকালে বাজার খুলতেই বড়সড় উন্নতি হয় ভারতীয় শেয়ারের সূচকে। সকাল দশটা নাগাদ এক লাফে প্রায় চারশো পয়েন্ট বেড়ে যায় সেনসেক্স। ৩৮১. ৭৮ পয়েন্ট বেড়ে সেনসেক্স পৌঁছে যায় ৭৫,১২৪.২৮ পয়েন্টে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ইতিহাসে এই প্রথমবার ৭৫ হাজারের গণ্ডি পেরিয়েছে সেনসেক্স। পাশাপাশি সোনার দৌড় অব্যাহত নিফটিরও। এদিন বাজার খুলতেই ৯৯ পয়েন্ট বেড়েছে নিফটির সূচক। ২২,৭৬৫.৩০তে পৌঁছে নয়া রেকর্ড নিফটিরও।

মঙ্গলবারের এই রেকর্ড উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলো। কারণ নির্বাচনের ঠিক আগেই হু হু করে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় বিনিয়োগ হচ্ছে। এদিন লাভের মুখ দেখেছে একাধিক ভারতীয় সংস্থার শেয়ার। ইনফোসিস, টেক মহিন্দ্রা, টিসিএস, এইচসিএল টেকনোলজিস, টাটা মোটরস, উইপ্রো, নেসলে, আইসিআইসিআই ব্যাংক। তবে সূচকের উর্ধ্বমুখী দৌড়ের মধ্যেও সুবিধা করতে পারেনি জেএসডব্লিউ স্টিল, কোটাক মহিন্দ্রা ব্যাংক, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ এবং লারসেন অ্যান্ড টিউব্রো।

নির্বাচন চলাকালীন এভাবেই শেয়ার বাজারের দৌড় অব্যাহত থাকবে বলে অনুমান বিশেষজ্ঞদের। গত কয়েকদিনে বিশ্ব বাজারে কমেছে তেলের দাম, তার জন্যও সূচক উর্ধ্বমুখী থাকবে। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্র ছাড়াও লাভবান হবেন অন্যান্য ক্ষেত্রের বিনিয়োগকারীরা। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্ব বিজেপিই জিতবে বলে অনুমান করছেন অনেকে। ফলে ভারতে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার আশায় বাড়ছে বিনিয়োগের পরিমাণ।

আমেরিকায় মা-কে কুপিয়ে খুন করল ডাক্তারি পড়ুয়া ছেলে

নিউ ইয়র্ক, ৯ এপ্রিল: মা-কে হত্যা করল ডাক্তরি পড়ুয়া ছেলে! আমেরিকায় বাসিন্দা ২১ বছরের ওই যুবক ধারল ছুরি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করলেন নিজের মা-কে। গর্ভধারিণী বিরক্ত করায় চুপ করানোর জন্য খুন করে মেধাবী ছেলে, অভিযোগ এমনটাই। অমানবিক হত্যাকাণ্ডে হতবাক পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, খুন হয়েছেন বছর ৪৬-এর এলভিয়া এসপিনোজা। হত্যাকারী ২১ বছরের ছেলে ইমানুয়েল এসপিনোজা। যিনি মেডিক্যাল কলেজের হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছিলেন। ঘটনার দিন মায়ের সঙ্গে বৃদ্ধ দাদুকে দেখতে যাওয়ার কথা ছিল ইমানুয়েলের। সেই জন্য তাঁকে বাড়িতে ডাকেন মা এলভিয়া। তদন্তকারীরা জানান, দুপুর দুটো নাগাদ বাড়িতে পৌঁছন ইমানুয়েল। এদিকে ছেলের জন্য অপেক্ষায় উদগ্রীব ছিলেন মা। যদিও মা দরজা খুলতেই ধারাল ছুরি নিয়ে হামলা চালায় ছেলে। যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে ছেলের ডাকনাম ধরে ডাকতে থাকেন, ম্যানি! ম্যানি! ম্যানি! ম্যানি কিন্তু মুখে টুশব্দ করেননি। মায়ের শরীরে একের পর এক কোপ বসাতে থাকেন। এমনকী এই কাজ করতে গিয়ে নিজের হাত কেটে ফেলেন। মায়ের কাছেই জানতে চান, মলম কোথায়? যদিও ততক্ষণে এলভিয়ার মৃত্যু হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে ম্যানি ওরফে ইমানুয়েল জানিয়েছেন, বায়োলজির ছাত্র হওয়ায় তিনি জানতেন ঠিক কোথায় কোথায় ছুরির আঘাত করলে দ্রুত মৃত্যু নিশ্চিত করা যাবে। নিজেকে মেধাবী বলেও দাবি করেন ইমানুয়েল। তদন্তকারীদের ইমানুয়েল জানিয়েছেন, মাকে তিনি খুব ভালোবাসতেন, যদিও খুন করবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন।

জেলেই থাকতে হবে কেজরিওয়ালকে দিল্লি হাইকোর্টে খারিজ আবেদন

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল: অরবিন্দ কেজরিওয়ালের গ্রেপ্তারির বিরুদ্ধে জারি হওয়া পিটিশন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। জানিয়ে দিল, জেলেই থাকতে হবে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আপ সুপ্রিমোকে। আপাতত ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত তাঁকে জেল হেপাজতে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এদিন আদালতে কেজরিওয়ালের পিটিশনের বিরোধিতা করে ইডি আদালতকে জানায়, আইন সকলের জন্যই সমান। সেখানে একজন মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

কেজরিওয়াল এর আগে জানিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই। তবুও তাঁকে জোর করে আবগারি দুর্নীতি মামলায় ফাঁসাচ্ছে ইডি। বলা হচ্ছে তিনিই এই কেলেঙ্কারির 'কিংপিন' তথা মূল পাণ্ডা। এই পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা হয়েছিল পিটিশন যা খারিজ হয়ে গেল এদিন।

উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে আদালত। আর তার পরই গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন আপ সুপ্রিমো। প্রথম থেকেই ইডির সাফ দাবি, আবগারি মামলার সঙ্গে সরাসরি কেজরির যোগ রয়েছে। সেই দাবিতেই অনড় থেকে এদিন কেজরিওয়ালের পিটিশনের বিরোধিতা করে ইডির তরফে দাবি করা হয়, 'কোনও আম আদমি যদি অপরাধ করেন তাহলে তাঁকে গরাদের ওপারে যেতে হয়। কিন্তু আপনি মুখ্যমন্ত্রী বলেই আপনাকে গ্রেপ্তার করা যাবে না? আপনারা দেশটাকে লুঠ করে যাবেন, তবু আপনাকে স্পর্শ করা যাবে না ভোট আসছে বলে? আপনার দাবি, আপনার গ্রেপ্তারিতে মৌলিক কাঠামো লঙ্ঘিত হচ্ছে? এটা কী ধরনের মৌলিক কাঠামো?' এর পর রায় জানানোর সময় উচ্চ আদালতের তরফে জানানো হয়, কেজরির আবেদন মোটেই জোরালো নয়।

নৈনিতালে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ৭ নেপালি পর্যটকের

নৈনিতাল, ৯ এপ্রিল: ঘুরতে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি। উত্তরাখণ্ডের নৈনিতালে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৮ জন। যাঁদের মধ্যে রয়েছেন ৭ জন নেপালি পর্যটক। আহত হয়েছেন পড়শি দেশের আরও দুই নাগরিক। হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাঁদের। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে নৈনিতালের কাছে বেতালঘাট এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ৯ জন নেপালিকে নিয়ে ওই অঞ্চল দিয়ে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। তখনই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেটি। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৫০ ফুট গভীর খাদে গিয়ে পড়ে পর্যটকের গাড়িটি। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দল। সেখান থেকে ৮ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়। আহত দুজনকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয়। মৃত ৭ নেপালি নেপালের মহেন্দ্রনগরের বাসিন্দা ছিলেন। ঘটনায় মৃত্যু হয় গাড়ির চালক রাজেন্দ্র কুমারের।

ফের আমেরিকায় মৃত্যু ভারতীয় পড়ুয়ার, চার মাসে ১১ ছাত্রের মৃত্যু

নিউ ইয়র্ক, ৯ এপ্রিল: তিন সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ ছিলেন। তার পরে উদ্ধার হল আমেরিকায় পড়তে যাওয়া ভারতীয় ছাত্রের মৃতদেহ। এই নিয়ে চলতি বছরে ৮ ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু হল আমেরিকায়। ফলে মার্কিন মুলুকে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠছে। কারণ বহু ভারতীয়ই উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকা পাড়ি দেন।

জানা গিয়েছে, মৃত পড়ুয়ার নাম মহম্মদ আবদুল আরফাত। মাত্র দুবছর আগেই হায়দরাবাদ থেকে আমেরিকায় পড়তে গিয়েছিলেন তিনি। মাস্টার্সের পড়ুয়া ২৫ বছর বয়সি আরফাত গত তিন সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ ছিলেন। তাঁর বাবার কাছে ফোন করে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা জানায়, ড্রাগ বিক্রেতা একটি দল অপহরণ করেছে আরফাতকে। ১২০০ মার্কিন ডলার মুক্তিপণও চায় তারা। তবে কোথায় কীভাবে টাকা দিতে হবে, সেই নিয়ে কিছুই বলেনি অপহরণকারীরা।

১৯ মার্চ এই ফোন আসার পরে নিউ ইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন আরফাতের বাবা। দূতাবাসের তরফে বলা হয়, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। দ্রুত খুঁজে বের করা হবে আরফাতকে। তবে মঙ্গলবার সকালে দূতাবাসের তরফেই আরফতের মৃত্যুর খবর প্রকাশ করা হয়। জানানো হয়, উদ্ধার হয়েছে তাঁর মৃতদেহ। কীভাবে মৃত্যু হল ভারতীয় পড়ুয়ার, সেই নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে।

গত শুক্রবারই উমা সত্য সাই গাড্ডে নামে এক ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যু হয় আমেরিকার ওহিয়োতে। মাত্র চার মাসের মধ্যে ১১ জন ভারতীয়র মৃত্যুতে আবারও প্রশ্নের মুখে মার্কিন মুলুকের নিরাপত্তা। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নয়াদিল্লি। গত ফেব্রুয়ারি মাসে হোয়াইট হাউস বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, 'জাতি বা ধর্মের ভিত্তিতে হিংসার কোনও যুক্তি নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসব বরদাস্ত করা হবে না। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও তাঁর প্রশাসন কঠোর পরিশ্রম করে চলেছেন যেন এমন ঘটনা না ঘটে।' কিন্তু এই আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও একের পর এক ভারতীয়র মৃত্যু হচ্ছে মার্কিন মুলুকে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
NOTICE INVITING E-QUOTATION
3rd Call
N.I.E. EQ. No. 56/WS/Eng/23 Dt. 21.09.23
Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৪৪৭৪-জিআরসি-সিই-সি-এসও-২৯-২০২৪, তারিখ ০৯.০৪.২০২৪।
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এস/গার্ডেনরিচ, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে বেলা ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দঃপূঃরেলওয়ের শালিমারে বন্দে ভারত চেয়ার কার মেন্টেন্যান্স কাম ওয়ার্কশপ ডিপো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯.৩৭ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৬,১৮,৪০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১০ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০২.০৫.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অন-লাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনও ভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-19)

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/এম/ব্লু লাইন, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতার নর্থ–সাউথ শাখার বৈদ্যুতিক সাব- স্টেশনগুলিতে আরটিইউ-এর প্রতিস্থাপন। **বিজ্ঞাপিত মূল্যমান ঃ** ২,৩৮,৮০,৮৩৫.৯০ টাকা। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৯.০৪.২০২৪-এ দুপুর ৩টা (প্র.ভা.স.)। **নোটিস বোর্ডের ঠিকানা ঃ** প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের অফিস, মেট্রো রেলওয়ে, ৩৩/১, জে.এল. নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ঃ** **https://www.ireps.gov.in** [টেন্ডার নং ঃ ইএলএম_১১২_আরটিইউ_ডিটি_৮-৩-২৪]
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এনআইটি/০২/২৪/২১, তারিখ ০৮.০৪.২০২৪। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত উপকরণ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রমিক নং ও টেন্ডার নং; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৬.০৪.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১) ২০২৪১৮৭২;** ইএমইউ স্টক এবং সেল্ফ জেনারেটিং কোচ ইত্যাদির জন্য বগি মাউন্টেড ব্রেক সিলিন্ডার কমপ্লিট (বিএমবিসি) (৪০ মিমি স্ট্রোক লেংথ) সংগ্রহ; ১,২৮,২৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৯.০৪.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (২) ০৬২৩১৬৫২বি;** ইউটিএস থার্মাল পেপার টিকিট রোল সংগ্রহ; ১,৮০,০৯০ টাকা। **(৩) ১০২৩২৪৮২সি;** লং লাইফ লোকো সাইড বাফার অ্যাসেমব্লি; ৪,৩০,৯৫০ টাকা। **(৪) ১০২৩৫০৩২;** ট্রান্সফর্মার মেইন ৫৪০০ কেভিএ; ২,১০,৭৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৪.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৫) ১১২৩১০৬৯এ;** ফুট প্লেট অ্যারেঞ্জমেন্ট; ৮৬,০৫০ টাকা। **(৬) ১১২৩১৮৫৪;** ইন্টারকার গ্যাংওয়ে ব্রিজ মাউন্টিং কমপ্লিট; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০১.০৫.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৭) ২০২৩১৭১৪এ;** ইএমইউ-এর জন্য পিন সহ ম্যাগনেট ভাল্ভ ক্যাপ অ্যাসেমব্লি; ০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০২.০৫.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (৮) ০৪২৪৫০০৭;** ডেরিক ড্রাইভ ২এক্স ১১০কেএন, স্লিউয়িং গিয়ার বক্স এবং মেইন হোয়েস্ট ড্রাইভ ১০০কেএন, ইত্যাদি সংগ্রহ; ৫,৯৮,৪০০ টাকা। **(৯) ১১২৩১৫০০;** কাপলার লক্; ০। **(১০) ২০২৩১৭১৬এ;** ইএমইউ ট্রান্সফর্মারের এসএল সাইডের জন্য টার্মিনাল ব্লক; ০। **(১১) ১৫২৩৫১২৬এ;** সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের জন্য দুটি কার্গো এক্স-রে ব্যাগেজ স্ক্যানার মেশিন সংগ্রহ; ৪,৩২,৩৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৬.০৫.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১২) ২১২৪১৫৩১;** বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য অ্যাসেম্বলড্ কন্ডিশনে ফ্ল্যাপ ডোর কমপ্লিট; ১১,১১,৬৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১৩.০৫.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৩) ২০২৪১০৬৭;** কেপিএ ড্রইং নং ইআর/কেপিএ/ইএল/এসডব্লু.১এইচই.২৮৫ডি অনুযায়ী ইএমইউ-এর মোটর স্যুইচ গ্রুপের জন্য ফায়ার রিটারড্যান্ট প্রপার্টি সহ মডিফায়েড ফ্রন্ট ও ব্যাক কভারের সেট; ৬০,৬৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২৪.০৬.২০২৪-এ দুপুর ১.৩০ মিনিট। (১৪) ২০২৩১০০২;** লোকো এবং ইএমইউ/এমইএমইউ কোচগুলির কেব্‌ল হেড টার্মিনেশন সিস্টেমের (সিএইচটি) মেন্টেন্যান্স কিটের সেট; ৬১,০২০ টাকা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ০ (প্রতিটির জন্য)। **দ্রষ্টব্য ঃ** উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https://www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলির বিশদ বিবরণের জন্য ও অন্যান্য সাপ্লাই টেন্ডারগুলির জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন। (STORES-03/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 298, KOLKATA, WEDNESDAY 10 APRIL 2024, PAGE 8

কলকাতা ১০ এপ্রিল ২০২৪

রিঙ্কুর ৫ ছক্কা হজমের পরে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন যশ দয়ালের মা

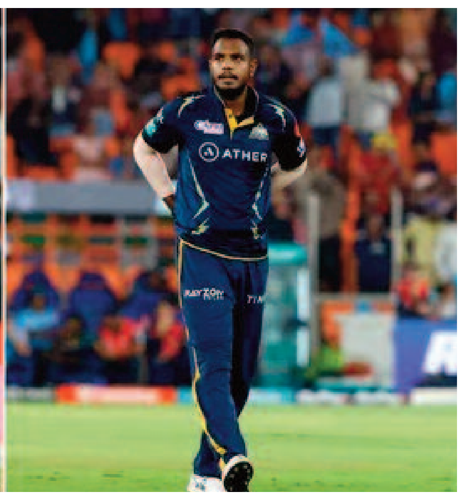

নিজস্ব প্রতিনিধি: একটা ওভার বদলে দিয়েছিল গোটা জীবন। গত বছর কলকাতা নাইট রাইডার্সের রিঙ্কু সিংহের কাছে পর পর পাঁচ বলে পাঁচটি ছক্কা খেয়েছিলেন গুজরাত টাইটান্সের যশ দয়াল। হারতে হয়েছিল দলকে। তার পরে দল কিছু না বললেও সমাজমাধ্যমে লাগাতার হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে। দুঃখে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন যশের মা।

এই মরসুমে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলছেন যশ। গত মরসুমের সেই ম্যাচের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ত্ম্যাচের পরে সাজঘরে আমাকে কেউ ওই ওভার নিয়ে একটাও কথা বলেনি। সবাই এমন ভাব করছিল যেন কিছুই হয়নি। (আশিস) নেহরা ভাই আমাকে বলে, ওই ওভারের কথা ভুলে সামনের দিকে তাকাতে। কিন্তু আমার মা খুব কষ্ট পেয়েছিল। বেশ কয়েক দিন খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।দ

সতীর্থেরা কিছু না বললেও সমাজমাধ্যমে হেনস্থার শিকার হয়েছিলেন যশ। বাঁ হাতি পেসার বলেন, দলের সিনিয়র ক্রিকেটারেরা বলেছিল, সমাজমাধ্যমের দিকে না তাকাতে। সেটাই করা উচিত ছিল। কিন্তু আমি শুনিনি। সমাজমাধ্যমে আমাকে লাগাতার হেনস্থা করা হত। খুব কষ্ট পেতাম। তবে সেই ওভার তাঁকে অনেক শিক্ষা দিয়েছেন বলেও মনে করেন যশ। তিনি বলেন, ওই একটা ওভার আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। আমি এখন কোনও ম্যাচে নামার আগে ভাল করে প্রস্তুতি নিয়ে যাই। প্রত্যেক ব্যাটারের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করি। যদি কঠিন পরিস্থিতি আসে তা হলে কী ভাবে তার মোকাবিলা করা যাবে সেই শিক্ষাও পেয়েছি।

তাঁকে পাঁচ ছক্কা মারার জন্য অবশ্য রিঙ্কুর উপরে তাঁর কোনও রাগ নেই। ঘরোয়া ক্রিকেটে দু'জনেই উত্তরপ্রদেশের হয়ে খেলেন। সেই ম্যাচের পরে রিঙ্কু তাঁকে ফোন করে ভরসা দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, তাঁদের বন্ধুত্বে কোনও সমস্যা হবে না। রিঙ্কুর সেই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন বলেই জানিয়েছেন যশ।

আইপিএলে নিজের রেকর্ড কি ভাঙতে পারবেন মোস্তাফিজ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চার ম্যাচে ৯ উইকেট। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) গতকাল সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির পার্পল ক্যাপ বা বেগুনি টুপিটা ফেরত পেয়েছেন মোস্তাফিজুর রহমান। তবে টুর্নামেন্ট শেষে বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। এ মাসের শেষেই যে দেশে ফিরতে হবে তাঁকে।

সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি না হতে পারুন, মোস্তাফিজের সম্ভাবনা আছে আইপিএলে নিজের উইকেটশিকারের রেকর্ড ভাঙার। আইপিএলের এক টুর্নামেন্টে কাটার মাস্টার সর্বোচ্চ ১৭ উইকেট পেয়েছিলেন ২০১৬ সালে। সেটা ছিল তাঁর অভিষেক মৌসুম। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে সেই বছর ১৬ ম্যাচ খেলে ১৭ উইকেট পেয়েছিলেন মোস্তাফিজ। মোস্তাফিজ কি পারবেন নিজের রেকর্ড ভাঙতে?

কাজটা কঠিন। কারণ, মোস্তাফিজের হাতে আছে আর মাত্র চারটি ম্যাচ। বিসিবির দেওয়া অনাপত্তিপত্রের শর্তানুযায়ী, ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত আইপিএলে থাকতে পারবেন মোস্তাফিজ। ওই সময়ের মধ্যে মোস্তাফিজের দল চেন্নাই সুপার কিংস খেলবে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস (১৪ এপ্রিল), লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস (১৯ ও ২৩ এপ্রিল), সানরাইজার্স হায়দরাবাদের (২৮ এপ্রিল) বিপক্ষে। মোস্তাফিজ চারটি ম্যাচেই একাদশে থাকবেন কি না, সেটিও একটা প্রশ্ন। ওই চার ম্যাচে দুটি চেন্নাই খেলবে নিজেদের মাঠে। মোস্তাফিজ যদি চারটি ম্যাচই খেলার সুযোগ পান, তবে ঐকিক নিয়মের হিসাবে নিজের রেকর্ড ভাঙারই কথা তাঁর। প্রথম চার ম্যাচে ৯ উইকেট পাওয়া মোস্তাফিজ একই তালে এগোলে পরের চার ম্যাচ শেষে তো ১৮ উইকেট হতেই পারে। কিন্তু ক্রিকেট তো আর অঙ্কের নিয়ম মেনে চলে না। মোস্তাফিজ শেষ চার ম্যাচে ৯ উইকেটের বেশিও পেতে পারেন, আবার কোনো উইকেট না,ও পেতে পারেন।

এবার মোস্তাফিজ ৯ উইকেটের ৮টিই পেয়েছেন চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামে। নিজের রেকর্ড ভাঙতে লক্ষ্ণৌ ও হায়দরাবাদের বিপক্ষে 'হোম' ম্যাচ দুটিই বড় ভরসা হবে তাঁর। চেন্নাইয়ের উইকেট যে দারুণভাবে মানিয়ে গেছে মোস্তাফিজের বোলিংয়ের সঙ্গে।

অভিষেক মৌসুমে ১৭ উইকেট নেওয়ার পর মোস্তাফিজ আইপিএলে আর একবারই উইকেটসংখ্যায় দুই অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন। ২০২১ সালে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে ১৪ ম্যাচে ১৪ উইকেট পেয়েছিলেন তিনি।

আইপিএলে সব মিলিয়ে ৫২ ম্যাচ খেলে মোস্তাফিজ উইকেট পেয়েছেন ৫৬টি।

দু'দিনে সমাজমাধ্যমে চহালের ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি ১ কোটি!

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেশ কিছু দিন ধরে ভারতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছেন না যুজবেন্দ্র চহাল। আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে নিজেকে প্রতি ম্যাচে প্রমাণ করছেন। ৪টি ম্যাচ খেলে ৮টি উইকেট পেয়েছেন। বেগনি টুপির লড়াইয়ে রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। মাঠে ধারাবাহিক ভাবে পারফরম্যান্স করলেও চহাল চমকে দিয়েছেন মাঠের বাইরে।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু-রাজস্থান রয়্যালস ম্যাচের পর দু'দিনে সমাজমাধ্যমে চহালের অনুসরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ মিলিয়ন। অর্থাৎ ১ কোটি মানুষ দু'দিনে নতুন করে অনুসরণ করেছেন চহালকে। ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে চহাল নতুন নন। আইপিএলে ভাল খেললেও দারুণ কিছু করেননি। তবু মাত্র দু'দিনে ইনস্টাগ্রামে তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি বিস্মিত করেছে ক্রিকেটপ্রেমীদের।

দু'দিন আগে নিজের অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল ছবি পরিবর্তন করেছিলেন চহাল। নিজের একার ছবি পরিবর্তন করে বিরাট কোহলির সঙ্গে নিজের একটি ছবি দিয়েছেন। যে ছবিতে কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না। পিছন থেকে দেখা যাচ্ছে বেঙ্গালুরু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের কোহলি এবং রাজস্থান রয়্যালসের চহাল পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাঁটছেন। সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্টে নতুন প্রোফাইল ছবি দেওয়ার পর মাত্র দু'দিনে ১ কোটি অনুসরণকারী বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৩ বছরের লেগ স্পিনারের। ৯৪ লাখ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৯৪ লাখ অনুসরণকারী হয়েছে তাঁর। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল রয়েছে চহালের অ্যাকাউন্টের প্রোফাইলের স্ক্রিন শট।

অনেকে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও সন্দেহ হয় কয়েক জনের। তাতেই উঠে এসেছে আসল তথ্য। খতিয়ে দেখার পর জানা গিয়েছে, সমাজমাধ্যমে চহালের অনুসরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। ৯৪ লাখই রয়েছে। ১ কোটি ৯৪ লাখ অনুসরণকারী লেখা স্ক্রিন শটটি ভুয়ো। চহালের অ্যাকাউন্টের স্ক্রিন শট বিকৃত করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

আগে আইপিএলেও কোহলির সতীর্থ ছিলেন চহাল। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভাল। বেঙ্গালুরু ছেড়ে দেওয়ার পর চহালকে নিলামে কিনেছে রাজস্থান। ২০২২ সাল থেকে রাজস্থানের হয়ে আইপিএল খেলছেন তিনি।

ধোনিকে নামতে না দিয়ে ব্যাট হাতে নিজেই নেমে পড়ছিলেন জাডেজা!

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচ চলাকালীন চিপক স্টেডিয়ামের সমর্থকদের সঙ্গে মজা করলেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি ও রবীন্দ্র জাডেজা। চেন্নাই সমর্থকেরা আশা করেছিলেন, ধোনি ব্যাট করতে নামবেন। কিন্তু ধোনির আগে জাডেজা নেমে পড়েন। সেটা দেখে অবাক হয়ে যান সমর্থকেরা। পরে অবশ্য তাঁরা আসল বিষয়টি বুঝতে পারেন।

কলকাতার বিরুদ্ধে ১৩৮ রান তাড়া করতে নেমে ১৬.৫ ওভারে আউট হন শিবম দুবে। দলের তখন জিততে ১৯ বলে ৩ রান দরকার। সবাই ভেবেছিলেন ধোনি ব্যাট করতে নামবেন। হঠাৎ দেখা যায়, প্যাড, গ্লাভস পরে ব্যাট হাতে চেন্নাইয়ের সাজঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন জাডেজা। সমর্থকেরা হতাশ হয়ে যান। যদিও কয়েক পা যাওয়ার পরে আবার ঘুরে সাজঘরে ঢুকে পড়েন জাডেজা। তার পরে দেখা যায় ধোনি নামছেন। তাঁকে নামতে দেখে চিৎকার শুরু হয় চিপকের গ্যালারিতে। সমর্থকদের সঙ্গে মজা করতেই এমনটা করেন ধোনি ও জাডেজা।

তাঁরা যে এই রকম মজা করবেন তার পরিকল্পনা ধোনি ও জাডেজা আগেই করে রেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন চেন্নাইয়ের পেসার তুষাক দেশপাণ্ডে। তিনি ম্যাচ শেষে বলেন, তআমি ওদের কথা শুনে ফেলেছিলাম। মাহি ভাই জাডেজাকে বলছিল, তুমি প্রথমে ব্যাট হাতে নামবে। কিন্তু আমিই ব্যাট করতে যাব।দ

জাডেডাও চেন্নাইয়ের সমর্থকদের একটু মজা দিতে চেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন দেশপাণ্ডে। তিনি বলেন, তজাড্ডু বলছিল, ওরা প্রতি ম্যাচে টিকিট কেটে আমাদের সমর্থন করতে আসে। ওদেরও একটু মজা দেওয়া উচিত। সেটাই আমরা করব।দ ধোনি, জাডেজার এই মজার পাশাপাশি চেন্নাই সুপার কিংস জয়েরও আনন্দ দিয়েছে সমর্থকদের। ৭ উইকেটে কেকেআরকে হারিয়েছে তারা।

পাকিস্তানের অন্তর্বতীকালীন প্রধান কোচ আজহার মেহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুদিন আগে ভারতীয় বার্তা সংস্থা পিটিআই জানিয়েছিল সাবেক ক্রিকেটার মহাম্মদ ইউসুফকে পাকিস্তানের অন্তর্বতীকালীন প্রধান কোচ নিয়োগ করতে যাচ্ছে দেশটির ক্রিকেট বোর্ড পিসিবি। খবরটি সত্যি হলো না। ইউসুফকে নয়, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড অন্তর্বতীকালীন প্রধান কোচ হিসেবে কাল নিয়োগ দিয়েছে আরেক সাবেক ক্রিকেটার আজহার মেহমুদকে। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে কোচের দায়িত্ব সামলাবেন সাবেক ১৬৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এই অলরাউন্ডার। পিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে এই খবর।

এ মাসেই পাকিস্তান সফরে আসছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট দল। সিরিজের প্রথম তিনটি ম্যাচ হবে রাওয়ালপিন্ডিতে ১৮, ২০ ও ২১ এপ্রিল। ২৫ ও ২৭ এপ্রিল লাহোরে হবে শেষ দুই ম্যাচ।

প্রধান কোচ হিসেবে না হলেও পিসিবি কোচিং প্যানেলে রেখেছে মোহাম্মদ ইউসুফকে। ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন দেশটির ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যান। স্পিন বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন সাবেক স্পিনার সাঈদ আজমল। জাতীয় দলের ম্যানেজারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সাবেক পেসার ও নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজকে।

গত বছরে ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর বড় ধরনের রদবদলের মধ্যে দিয়েই যাচ্ছে পাকিস্তানের ক্রিকেট। বিশ্বকাপের পর প্রধান কোচের দায়িত্ব ছাড়েন মিকি আর্থার। বাবর আজমও সরে দাঁড়িয়েছিলেন তিন সংস্করণের অধিনায়কত্ব থেকে। এরপর শাহিন আফ্রিদিকে টি-টোয়েন্টির ও শান মাসুদকে টেস্ট দলের অধিনায়ক করে পিসিবি। কিন্তু মহসিন নাকভি পিসিবির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর শাহিন আফ্রিদিকে সরিয়ে আবারও বাবর আজমকে সাদা বলের ক্রিকেটের অধিনায়ক করা হয়।

আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। নিউজিল্যান্ড সিরিজের পর বিশ্বকাপের আগে আরও সাতটি টি-টোয়েন্টি খেলার কথা পাকিস্তানের। এর তিনটি আয়ারল্যান্ডে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ও চারটি ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলবে পাকিস্তান।

আমির ফিরলেন পাকিস্তানের টি টোয়েন্টি দলে

নিজস্ব প্রতিনিধি: অবসরের প্রায় সাড়ে তিন বছর পর পাকিস্তান দলে ফিরলেন মোহাম্মদ আমির। বাঁহাতি এই পেসারকে অন্তর্ভুক্ত করে নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

১৭ সদস্যের দলে ফিরেছেন অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দেওয়া ইমাদ ওয়াসিমও। এ ছাড়া চোটের কারণে দীর্ঘদিন দলের বাইরে থাকা পেসার নাসিম শাহ আর মাঝে সংযুক্ত আরব আমিরাতে থিতু হয়ে যাওয়া উসমান খানকেও ডাকা হয়েছে জাতীয় দলে।

অবসরের প্রায় সাড়ে তিন বছর পর পাকিস্তান দলে ফিরলেন মোহাম্মদ আমির। বাঁহাতি এই পেসারকে অন্তর্ভুক্ত করে নিউজিল্যান্ড সিরিজের দল ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

১৭ সদস্যের দলে ফিরেছেন অবসর ভেঙে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দেওয়া ইমাদ ওয়াসিমও। এ ছাড়া চোটের কারণে দীর্ঘদিন দলের বাইরে থাকা পেসার নাসিম শাহ আর মাঝে সংযুক্ত আরব আমিরাতে থিতু হয়ে যাওয়া উসমান খানকেও ডাকা হয়েছে জাতীয় দলে।

আমিরের এক দিন আগে সময়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরার ঘোষণা দেন গত ডিসেম্বরে অবসর নেওয়া ইমাদ ওয়াসিমও।

ডএরপরই দুজনকে ২৯ সদস্যের ফিটনেস ক্যাম্পে ডাকা হয়। আজ লাহোরে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে নিউজিল্যান্ড সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেন চার নির্বাচক ওয়াহাব রিয়াজ, মোহাম্মদ ইউসুফ, আবদুল রাজ্জাক ও আসাদ শফিক। আমির ও ইমাদকে ফেরানোর বিষয়ে ওয়াহাব অন্যদের চোট ও ফর্মহীনতার প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'ইমাদ ও আমিরকে দলে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজই ছিল। তারা খেলার জন্য প্রস্তুত আর হারিস রউফের চোট এবং মোহাম্মদ নেওয়াজের বর্তমান ফর্মও ছিল বিবেচনায়। আমির ও ইমাদ যে ম্যাচ জেতানো খেলোয়াড়, সেটা অস্বীকারের সুযোগ নেই। আমরা বিশ্বাস করি, দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে তাঁরা বলিষ্ঠ পারফরম্যান্স করবেন।'

বিশ্বকাপের দুই মাস আগে ঘোষিত এই দলে অন্যতম সংযোজন ইরফান খান ও উসমান খান। উসমান পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভালো না দেখে সংযুক্ত আরব আমিরাতে থিতু হয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের দেশটির হয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার প্রয়োজনীয় শর্তও পূরণ হয়ে যাওয়ার কাছাকাছি ছিল।

কিন্তু এবারের পিএসএলে ভালো খেলার পর পিসিবি তাঁকে ক্যাম্পে ডেকে নেয়। ক্ষুব্ধ আমিরাত সে দেশে উসমানের খেলায় নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করে। এরই মধ্যে প্রথমবারের মতো পাকিস্তান জাতীয় দলে ডাক পেলেন ২৮ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান। পিএসএল পারফরম্যান্স দিয়ে দলে ঢুকেছেন ডানহাতি পেসার ইরফান খানও।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পাকিস্তানের পাঁচ ম্যাচের সিরিজ শুরু হবে ১৮ এপ্রিল রাওয়ালপিন্ডিতে। একই ভেন্যুতে পরের দুই ম্যাচ ২০ ও ২১ এপ্রিল। আর লাহোরে শেষ দুই টি-টোয়েন্টি হবে ২৫ ও ২৭ এপ্রিল।

কলকাতার অধিনায়ক হওয়ার পর 'সত্যি কথা বলার' খেসারত দিয়েছিলেন কার্তিক

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক ছিলেন দীনেশ কার্তিক। ২০১৮ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কেকেআরের হয়ে খেলেছিলেন তিনি। এর মধ্যে ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেই সময় কুলদীপ যাদবের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়েছিল কার্তিকের। অধিনায়ক হয়ে বন্ধু হারিয়েছিলেন বলে জানান তিনি।

২০১৯ সালে কুলদীপ ন'ম্যাচে ৪ উইকেট নিয়েছিলেন। এর পর তাঁকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কুলদীপ সেই ঘটনায় খুশি হতে পারেননি। কেকেআর ছেড়ে দেন তিনি। যোগ দেন দিল্লি ক্যাপিটালসে। সেখানে দেখা যায় নতুন কুলদীপকে। ভারতীয় দলেও এখন জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। কুলদীপকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কঠিন ছিল বলে মনে করেন সেই সময়ের কেকেআর অধিনায়ক কার্তিক। তিনি বলেন, আইপিএলে কোনও দলকে নেতৃত্ব দেওয়া খুব কঠিন কাজ। একেক দলে একেক রকমের নিয়ম। সে সব সামলানো খুব কঠিন। অধিনায়ক হিসাবে অনেক সময় মুখের উপর সত্যি কথা বলতে হয়। তা অনেকের খারাপ লাগে। ফলে বন্ধু হারাতে হয়।

কুলদীপ প্রসঙ্গে কার্তিক বলেন, তআমি যখন কেকেআরের অধিনায়ক ছিলাম সেই সময় কুলদীপ উইকেট পাচ্ছিল না। এখন ও খুব ভাল বল করছে। আমার সঙ্গে কুলদীপের সেই সময় কথা হয়েছিল। বেশ কিছু কঠিন কথা বলতে হয়েছিল। সেই সময় আমার কথা কুলদীপের ভাল লেগেছিল বলে মনে হয় না। আমাকে ওর সঙ্গে কঠিন ব্যবহার করতে হয়েছিল।দ

কার্তিক মেনে নিয়েছেন যে, সেই সময় কুলদীপের সময়টা খারাপ যাচ্ছিল। কেকেআরের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, তকঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল কুলদীপ। তবে আমার মনে হয় সেই কঠিন সময় কুলদীপকে এখন এত ভাল বোলার তৈরি করে দিয়েছে। আশা করব ও বুঝবে কেন আমি সেই সময় ওকে বাদ দিয়েছিলাম। বলছি না আমাকে ও বাহবা দিক সেই কারণে। কিন্তু সেটা নিয়ে যেন ও এখনও মনে ক্ষোভ না রাখে। কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয় দলের কথা ভেবে। এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোনও কিছু ছিল না।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**